জননেতা গোলাম আযম

শেখ আখতার হোসেন

জননেতা গোলাম আযম

শেখ আখতার হোসেন

★

www.pathagar.com

প্রকাশক :
ওয়াহিদুর রহমান
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১

মুদ্রাকর :
মনীষা প্রিন্টার্স
২৭/১২ তোপখানা রোড, ঢাকা-২

নিউজপ্রিন্ট : দশ টাকা
সাদাকাগজ : পনর টাকা

www.pathagar.com

দুটি কথা

জালেম শাসকরা ইসলামের নাম শুনতে পারে না। ইসলামী আন্দোলনের কথা শুনলে তো আতঙ্কিত হয়ে উঠে। ইসলামী আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত থাকেন, তাঁরাও শত্রু হয়ে পড়ে তাদের। যত রকম জুলুম রয়েছে তার সবই তারা প্রয়োগ করে ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর। এটা যেমন অমুসলিম দেশে হয় তেমনি মুসলিম দেশেও হয়ে থাকে।

বাংলাদেশেও এ অবস্থা বিদ্যমান। গোলাম আযম এদেশে ইসলামী আন্দোলনের সুপরিচিত নেতা। জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে তিনি এদেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে চান। বাতিল সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চান। এদেশের ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হোক এটা তিনি যেমন চান, তেমনি এদেশের কোটি কোটি ইসলাম প্রিয় মানুষও তাই কামনা করে। সুতরাং এদেশের জনগণের সাথে গোলাম আযমের অন্তরের একটা মিল রয়েছে। যা আগেও ছিল এখনও আছে এবং আগামীতেও থাকবে।

আর এদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় যিনি অধিষ্ঠিত হন তিনি তো অবশ্যই মুসলমান নামধারী হয়ে থাকেন। ক্ষমতায় থাকার জন্য তিনি ধর্মকে ব্যবহার করেন। ইসলামের গুণগান থেকেও পিছ-পা হন না। ধর্মীয় সভায় ইসলামের মহান কথা তুলে ধরেন। মানুষ মনে করে দেশে এবার ইসলামের কাজ শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এটা সর্বদাই ভুল প্রমাণিত হয়ে এসেছে। আসল কথা হলো, সমাজে অসৎ লোকের নেতৃত্ব ও ইসলাম বিরোধী শাসন চালু রেখে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আশা করা বোকামি।

খোদায়ী শাসন কায়েম করার পথে যুগে যুগে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশেও আমরা এটাই দেখছি। অধ্যাপক গোলাম আযমের জনপ্রিয়তাকে সরকার ভয় করে। তাঁর নাগরিকত্ব এই কারণেই বাতিল হয়। আবার তাঁর জনপ্রিয়তাকে ভয় করার কারণেই তাঁর নাগরিকত্ব পুনর্বহালের গড়িমসি চলছে। কিন্তু এভাবে ইসলামী আন্দোলনের জোয়ার রোধ করা যায় না, কখনই তা যায়নি।

শেখ আখতার হোসেন

www.pathagar.com

সূচীপত্র

অধ্যাপক আযম	।। ১
শিক্ষা জীবন	।। ২
ভাষা আন্দোলনে গোলাম আযম	।। ৩
কর্মজীবনে গোলাম আযম	।। ৬
সাহিত্য চর্চায় গোলাম আযম	।। ১২
সত্তরের নির্বাচনোত্তর রাজনীতি	।। ১৪
গোলাম আযমের প্রবাস জীবন	।। ১৫
প্রবাস জীবনে দ্বীনি তৎপরতা	।। ১৯
নাগরিকত্বের জন্য চেষ্টা	।। ২১
দেশে আগমন ও নাগরিকত্বলাভের চেষ্টা	।। ২৬
পত্র-পত্রিকায় প্রতিক্রিয়া	।। ২৮
বাংলাদেশী পত্র-পত্রিকায়	।। ৩৩
গোলাম আযম ভীতি কেন ?	।। ৩৬
নাগরিকত্ব দিতে বাধা কোথায় ?	।। ৩৭
নাগরিকত্বের দাবীতে বুদ্ধিজীবী মহল	।। ৪১
দেশের সংবাদ শিরোনামে গোলাম আযম	।। ৪৯
নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার আন্দোলন	।। ৫৫
শেষ কথা	।। ৬৪

www.pathagar.com

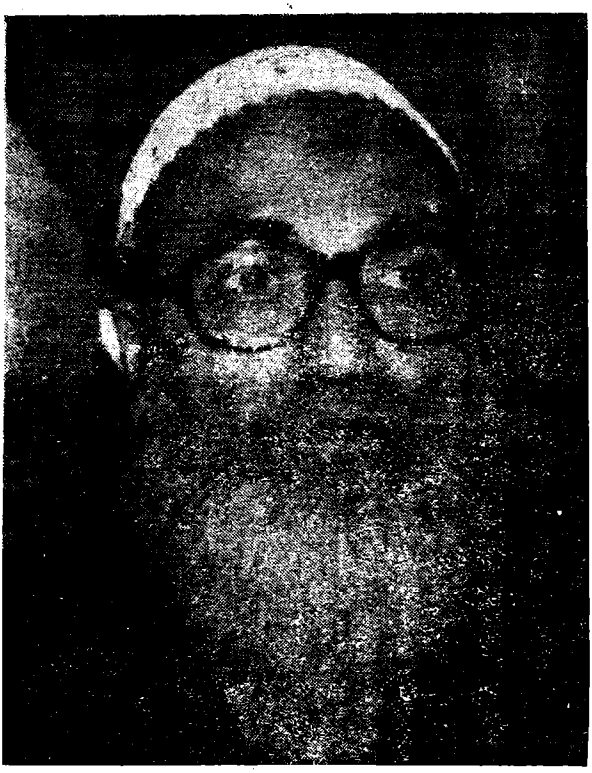

অধ্যাপক গোলাম আযম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জননেতা গোলাম আযম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যাপক আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতা, সৎ, খোদা-ভীরু ও ঈমানদার একজন মানুষ। তাঁর জন্ম এদেশে। তিনি বাংলাদেশী। ১৯২২ সালের ৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার ঢাকায় লক্ষ্মীবাজারস্থ তাঁর মাতুলালয় বিখ্যাত দ্বীনি পরিবার শাহ সাহেব বাড়ীতে (মিঞা সাহেবের ময়দান নামে পরিচিত) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা গোলাম কবির। মাতার নাম সাইয়েদা আশরাফুন্নিসা। তাঁর পিতামহ ছিলেন মাওলানা আবদুস সোবহান। তাঁদের আদি নিবাস কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানার বীরগাঁও গ্রামে। মাতুল বংশের দিক দিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম ঢাকা মহানগরীর ঐতিহ্যবাহী শাহ সাহেব পরিবারের সাথে সম্পর্কিত। তাঁর মাতামহ ছিলেন শাহ্ সাইয়েদ আবদুল মোনয়েম।

জন্মসূত্রেও তিনি এদেশের মাটি ও মানুষের সাথে একাত্ম। তাই দেশ ও দেশের মানুষের সাথে তাঁর রয়েছে ভালোবাসার এক অনড় বন্ধন। তাঁর লেখা 'আমার দেশ বাংলাদেশ' বইয়ের 'জন্মভূমি স্রষ্টার দান' অংশের প্রথম প্যারায় তিনি লিখেছেন, "মাতৃভাষা ও জন্মভূমি মানুষ নিজের চেষ্টায় অর্জন করে না। মহান স্রষ্টার সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই এ দুটো বিষয় অর্জিত হয়। তাই এদুটো আকর্ষণ জন্মগত ও মজ্জাগত। আমি নিজের ইচ্ছায় বাংলাদেশে জন্ম লাভ করিনি। আমার খালিক ও মালিক আল্লাহ পাক নিজে পছন্দ করে যে দেশে আমাকে পয়দা করেছেন সে দেশই 'আমার দেশ' হবার যোগ্য এবং যে মায়ের গর্ভে আমাকে পাঠিয়েছেন তার ভাষা আমার প্রিয়তম ভাষা।"

'জন্মভূমি স্রষ্টার দান' অংশের আর এক স্থানে তিনি বলেছেন, "এর পরও প্রশ্ন থেকে যায় যে কতটুকু ভৌগলিক এলাকা জন্মভূমি বলে গণ্য হবে? ১৯২২ সালে আমি যখন ঢাকা শহরে পয়দা হই তখন বৃটিশ ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিলাম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি পৃথক ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হবার পর স্বাভাবিকভাবেই আমার জন্মভূমি আকারে ক্ষুদ্র হয়েছে এবং প্রাক্তণ পূর্বপাকিস্তানের যে এলাকাটি এখন বাংলাদেশ নামে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করেছে সেটুকুই এখন আমার প্রিয় দেশ বা আমার দেশ।"

www.pathagar.com

বলাই বাহুল্য, যারা গোলাম আযমকে বিদেশী নাগরিক বলে তাড়িয়ে দিতে চান, যারা পাকিস্তানের নাগরিক বলে পত্রিকায় লিখে থাকেন, তারাও জানেন গোলাম আযম এদেশের মানুষ। তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশে। কিন্তু এই সত্যকে তারা জনগণের সামনে অস্বীকার করেন। অবশ্য গোলাম আযমের তাতে লাভ বই ক্ষতি কিছুই হয় না। সত্যকে যারা চাপা দেয়ার চেষ্টা করে তাদের উপর জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলে। তবু যতটা পারা যায় তারা জনগণের নিকট গোলাম আযমকে বিদেশী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। মিথ্যা শ্লোগান তুলে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা, এদেশের সরকার ও এক শ্রেণীর সংবাদপত্র জনগণকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

শিক্ষা জীবন

গোলাম আযমের শিক্ষা জীবন শুরু হয় নিউ স্কীম মাদ্রাসায়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী। লেখাপড়ায় তাঁর খুব মনোযোগ ছিল। বই পেলেই পৃষ্ঠা উল্টাতেন। সবার আগে ক্লাসে যেয়ে বসতেন। শিক্ষকদের সম্মান করতেন। আদব-কায়দা ও সততার কারণে সহপাঠীরা তাঁকে ভালবাসত। ছাত্ররা তাঁকে নেতা হিসেবে মানত। সব কাজেই তিনি সবার আগে থাকতেন। ভয় বলে কোন জিনিষ তাঁকে দুর্বল করতে পারতো না। বড় হয়েও তিনি নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। দেশ জুড়ে আজ তাঁর নাম। ইসলামী আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে সারা দুনিয়ায় তিনি সমধিক পরিচিত।

১৯৩৭ সালে তিনি প্রথম বিভাগে জুনিয়ার মাদ্রাসা পরীক্ষা পাস করেন। ১৯৪২ সালে তিনি হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি প্রথম বিভাগে দশম স্থান অধিকার করে আই. এ. পাস করেন। বি. এ. পাস করেন ১৯৪৬ সালে। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই কৃতিত্বের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম ছাত্রাবাস ফজলুল হক মুসলিম হলে থাকতেন। ১৯৪০ সালে ফজলুল হক মুসলিম হলের জন্ম। ফজলুল হক হল সংক্ষেপে এফ. এইচ. হল নামেই ছাত্রদের নিকট পরিচিত। ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এ হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে

www.pathagar.com

হলের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ফজলুল হক মুসলিম হল সংসদের তিনি নির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৪৭—১৯৪৮ সেশনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

ভাষা আন্দোলনে গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়, গোলাম আযম ছিলেন সে আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ডাকসুর জি, এস এবং ছাত্র নেতা হিসেবে ভাষা আন্দোলনে তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের তদানীন্তন জি, এস হিসেবে হলের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের সাথে আলোচনায় রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের পক্ষে তিনি বলতেন "ইংরেজ থেকে আযাদী হাসিল করার পর যোগ্যতার সাথে এর সুফল ভোগ করতে হলে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতেই হবে। ইংরেজরা এদেশ দখল করার পর যখন ইংরেজী ভাষায় রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করল তখনই মানুষ পরাধীনতার বিস্বাদ তীব্রভাবে অনুভব করল। মাতৃভাষায় মহাজ্ঞানী ব্যক্তিও তখন রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে নিরক্ষরে পরিণত হলো। ইংরেজের ভাষা না জানলে সরকারের নিকট আর কোন যোগ্যতাই বিবেচনা যোগ্য থাকলো না। ফলে রাতারাতি ইংরেজী না জানা সব শিক্ষিত লোক মূর্খের সমপর্যায়ে অবনমিত হলো।"

"এ সুস্পষ্ট যুক্তির ভিত্তিতেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা একমাত্র উর্দু হলে বাংলাভাষী সব লোকই সরকারী ব্যাপারে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। উর্দু ভাষা শিখে যোগ্য হবার শত চেষ্টা করলেও বাংলাভাষী পাকিস্তানীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হতে বাধ্য হবে। তাছাড়া বাংলাভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা না পেলে শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে বাংলা ভাষার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে।"

"স্বাধীন জাতির মর্যাদা দিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের প্রয়োজনে তাই উর্দুর সাথে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করতেই হবে। পূর্বপাকিস্তানী জনসংখ্যা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাকে এক-

www.pathagar.com

মাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবী আমরা করছি না। আমরা উর্দু ও বাংলা দু'টো ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার সমমর্যাদা দেবার দাবী জানাচ্ছি। এ দাবীর যৌক্তিকতা অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই।"

"রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকালে আমরা যে শ্লোগান দিতাম তা অত্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে। "বাংলা উর্দু ভাই ভাই—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" "উর্দু বাংলা ভাই ভাই-উর্দুর সাথে বাংলা চাই।"

১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জিমন্যাসিয়াম গ্রাউণ্ডে তিনি এক বিরাট ছাত্র সমাবেশে ভাষণ দেন। সেই ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশে ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ডাকসুর জি, এস হিসেবে গোলাম আযম লিয়াকত আলী খানের নিকট বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার দাবী সম্বলিত একটি স্মারক লিপি পেশ করেন। সে ঐতিহাসিক লগ্নে ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত করতালির মধ্যে তিনিই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত স্মারকলিপিটি পাঠ করেন।

১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে 'ঢাকা ডাইজেষ্ট' পত্রিকায় ভাষা আন্দোলনের নেতা হিসেবে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক গোলাম আযমকে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন—'লিয়াকত আলী খান কখন ঢাকা সফরে আসেন? তিনি ঢাকায় কোন ছাত্র সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন কি?

উত্তরে তিনি বলেন: ১৯৪৯ সালে তিনি ঢাকা সফরে আসেন কোন মাসে ঠিক মনে নেই। তবে শীতকাল ছিল বলে মনে পড়ে। হ্যাঁ, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমন্যাসিয়াম মাঠে এক বিরাট ছাত্র সমাবেশে ভাষণ দেন। সভাপতি ছিলেন তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর জনাব সুলতান উদ্দীন আহমদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাংবাদিকের আরেকটি প্রশ্ন ছিল, 'ছাত্রদের পক্ষ থেকে লিয়াকত আলী খানকে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত কোন মেমোরেণ্ডাম প্রদান করা হয়েছিল কি?

গোলাম আযম উত্তরে বলেন: হ্যাঁ, ছাত্রদের পক্ষ হতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত একটি মেমোরাণ্ডাম প্রদান করা হয়। ডাকসুর জি, এস হিসেবে আমি ঐ মেমোরেণ্ডাম পাঠ করি। ভাষার কথাটা ছিল মাঝামাঝি জায়গায়। এর পূর্বে আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার নিন্দা ছিল। মনে পড়ে, ভাষার দাবীর প্যারাটা দু'বার পড়েছিলাম। একবার পড়ার পর ছাত্র সমাবেশে তুমুল করতালি

www.pathagar.com

পড়ে। করতালি শেষ হলে আমার কানে এলো, বেগম রাণা লিয়াকত আলী রাষ্ট্রভাষার সংক্রান্ত প্যারাটি শুনে লিয়াকত আলী খানকে বলছেন, 'ল্যাঙ্গুয়েজকে বারে মে সাফ সাফ বাতা দেনা।' আমি যেখানে দাঁড়িয়ে স্মারকলিপি পাঠ করছিলাম, তার পাশে রাণা লিয়াকত বসেছিলেন। তাঁর কথা শুনে আমি 'Let me repeat this' বলে আবার ভাষার দাবীর প্যারাটা পড়লাম। আবারও এ দাবীর সমর্থনে সমাবেশে তুমুল করতালি পড়ে।

গোলাম আযমের প্রতি সাংবাদিকের পরবর্তী প্রশ্ন ছিল, লিয়াকত আলী খান ভাষা প্রশ্নে কি মন্তব্য করেছিলেন?

উত্তরে তিনি জানান: বক্তৃতার এক পর্যায়ে লিয়াকত আলী খান বলেন, 'If it is not provincialism, then what is provincialism?" তাঁর একথাগুলো শুনে আমরা ভেবেছিলাম তিনি হয়ত ভাষা প্রশ্নে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু না, তিনি আর কিছু বলেননি। গোটা প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে গেলেন।

সাম্যবাদী দলের সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা 'ঢাকা ডাইজেষ্ট'-এর সাথে ভাষা আন্দোলনের উপর নেয়া এক সাক্ষাৎকারে (১৯৭৮ সালের মার্চ সংখ্যায়) বলেন:

"রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে ইশতেহার বিলি করতে গিয়ে ছাত্ররা চক-বাজারে জনতা কর্তৃক ঘেরাও হয়। তখন পরিস্থিতি খুবই প্রতিকূল ছিল। ছাত্ররা উত্তেজিত জনতার সামনে অসহায় অবস্থার সম্মুখীন। এ সময় গোলাম আযম সাহস করে এগিয়ে যান। তিনি চীৎকার করে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, 'আরে ভাই, আমরা কি বলতে চাই, তা একবার শুনবেন তো।' এ বলেই তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কি উপকার হবে, তার উপর ছোটখাট বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। পরিস্থিতি শান্ত হলো। গোলাম আযম সাহেব তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন মেধাবী। স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন অমায়িক এবং ভদ্র। ভালো সার্কেলের ছাত্ররা যেমন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, তেমনি আমরা সহজভাবে একত্রিত হয়ে ভাষা আন্দোলনে কাজ করেছি।"

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের আহবায়ক কাজী গোলাম মাহবুব ঢাকা ডাইজেষ্টের সাথে সাক্ষাৎকারে (১৯৭৮ সালের মে সংখ্যায়) বলেন, "গোলাম আযম, (মৌলভী) ফরিদ আহমদ এরা অনেকে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে

www.pathagar.com

অবদান রেখেছেন। কিন্তু কে কার কথা বলে বলুন। অন্যের অবদানের স্বীকৃতি দেয়ার মত হৃদয়বৃত্তি আমাদের আছে কি? আমরা তো সবাই আত্মপ্রচারে ব্যস্ত। অরবিন্দ বোস ছিলেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভি, পি এবং গোলাম আযম ছিলেন জি, এস। অত্যন্ত চরিত্রবান এবং আদর্শ প্রকৃতির ছাত্র ছিলেন তিনি।"

বিচারপতি আবদুর রহমান তাঁর সাক্ষাৎকারে লিয়াকত আলী খানের সভায় ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে পঠিত মেমোরেণ্ডাম সম্পর্কে বলেন,

"রাষ্ট্রভাষার দাবী সম্বলিত মেমোরেণ্ডামের খসড়া তৈরীর ভার আমার উপরই অর্পিত হয়েছিল। ডাকসুর তৎকালীন জি, এস, গোলাম আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমন্যাসিয়াম মাঠে তা পাঠ করেন এবং ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে লিয়াকত আলী খানকে প্রদান করেন।"

সাবেক উপ প্রধানমন্ত্রী জনাব এস, এ, বারী এ, টি, তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, "তখন হল ভিত্তিতে নির্বাচন হয়ে ডাকসু গঠিত হতো। সংগঠন ভিত্তিতে কোন নির্বাচন হতো না। স্বাধীনতার পর অরবিন্দ বোস এবং গোলাম আযমই যথাক্রমে ডাকসুর ভি, পি, এবং জি, এস, ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কর্মজীবনে এসেও গোলাম আযম ভাষা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন। রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনাকালে ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অপরাধে ১৯৫২ সালের ৬ই মার্চ তিনি গ্রেপ্তার হন। ঢাকা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলার ফলে তিনি এক মাস পর রংপুর জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৫ সালে আবার তিনি ভাষা আন্দোলনের কারণে জেলে যান এবং রংপুর জেলে দু'মাস আটক থাকেন। জেলে থাকাকালে ভাষা আন্দোলনের অপরাধে তাঁকে রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপনার চাকুরীও হারাতে হয়।

ভাষা আন্দোলনে অধ্যাপক গোলাম আযম যে অবদান রেখেছেন ইতিহাস তার সাক্ষী। জাতি তার অবদান অবশ্যই স্মরণ রাখবে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কর্মজীবনে গোলাম আযম

রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে গোলাম আযমের কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি ১৯৫০ সালের ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৫ সালের ১০ই

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে রংপুর কারমাইকেল কলেজে কর্মরত ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের অপরাধে রংপুর জেলে থাকাকালে তাঁর অধ্যাপকের চাকুরী চলে গেলে আর তিনি শিক্ষকতা জীবনে ফিরে আসেননি। ইসলামী আন্দোলনে তিনি পুরোপুরিভাবে জড়িয়ে পড়েন। দায়িত্ব এসে পড়ে এক এক করে। তখন থেকে এদেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের সংগ্রামই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। আজকের 'আপনারে নিয়ে ব্যস্ত' মানুষের ভীড়ে তাঁর এ জীবন সত্যই ব্যতিক্রমধর্মী।

১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে গোলাম আযম তবলীগ জামায়াতে শরীক হন। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি তবলীগ জামায়াতের রংপুর শহরের আমীর ছিলেন। ১৯৫০ সালে একবার তিনি তবলীগ জামায়াতের সাথে এক সফরে দিল্লী যান। তখনও পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে পাসপোর্ট ও ভিসা ব্যবস্থা চালু হয়নি। আর একবার ১৯৫২ সালে তবলীগ উপলক্ষেই গোলাম আযম কোলকাতা সফর করেন।

১৯৫২ সালে তবলীগ জামায়াতে থাকাকালীন সময়েই তিনি তমদ্দুন মজলিসের সাথে জড়িত হন। তবলীগ জামায়াতে যেহেতু ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিকের সুস্পষ্ট কর্মসূচী ছিল না, তাই তিনি ঐ অভাব পূরণের জন্যেই তমদ্দুন মজলিসে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি তমদ্দুন মজলিসের রংপুর জেলার প্রধান ছিলেন।

তমদ্দুন মজলিসের মারফতেই সর্ব প্রথম তিনি মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর কয়েকখানা বই বাংলা ও ইংরেজীতে পড়ার সুযোগ পান। জামায়াতে ইসলামীর বিপুল সাহিত্য বিশেষ করে মাওলানা মওদূদীর বিপ্লবী তাফসীর 'তাফহীমুল কোরআন' অধ্যয়ন করার উদ্দেশে বাধ্য হয়ে তিনি উর্দু ভাষা শেখেন। এভাবেই গোলাম আযম উর্দু ভাষায় বিশাল ইসলামী সাহিত্যের সন্ধান লাভ করেন।

ইসলামী জ্ঞান অর্জনের এই স্পৃহা গোলাম আযমের মধ্যে ছোট বেলা থেকেই সৃষ্টি হয়। পারিবারিক পরিবেশ তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে। 'বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন' বইতে তাঁর জীবনে ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন:

> "আমার দাদা অধ্যবসায়ী আলেম ছিলেন। কোরআন শরীফ পড়া তাঁর কাছ থেকেই শিখেছিলাম। কিন্তু আমি ৫ম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে তাঁর ইন্তেকাল হওয়ায় তাঁর ছোহবত থেকে ফায়দা উঠাবার সৌভাগ্য হয়নি।

www.pathagar.com

আমার মরহুম আব্বা আলেম ও আধুনিক শিক্ষিত ছিলেন এবং বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুসরণের উপর এত গুরুত্ব দিতেন যে, আমাদের কোন ভাইকেই ছাত্র জীবনেও দাঁড়ি পর্যন্ত কামাতে দেননি, যদিও আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছিলাম।"

"আব্বারই তাগিদ ও অনুপ্রেরণায় ৭ম শ্রেণী থেকেই ইসলাম সম্বন্ধে বই পুস্তক পড়ায় মনোযোগী হই। তখন থেকে 'মাসিক নেয়ামত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলাম। তাতে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এর কোরআন-হাদীস ভিত্তিক বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ ওয়াজ আমাকে এত অভিভূত করতো যে, বাংলা ভাষায় থানভী (রঃ) সব বই যোগাড় করে পড়তাম। এভাবেই ছাত্রকাল থেকে থানভী (রঃ) এর অনুবাদক মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ)-এর সাথে এত মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে উঠে।"

"এম. এ. ফাইনাল পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্বে আব্বারই নির্দেশে তবলীগ জামায়াতে যোগদান করি। পরীক্ষার পর একটানা তিন চিল্লায় বেরিয়ে পড়ি এবং দিল্লীতে যেয়ে এক জামায়াতের সাথে এক চিল্লার বেশী সময় হিন্দুস্তানে কাটাই। রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনাকালে তমদ্দুন মজলিসের সাথে ঘনিষ্ঠ হই। চার বছর একযোগেই তবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসে কাজ করি। ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান মনে করার ফলে তবলীগ জামায়াতে ইসলামের ধর্মীয় দিক এবং তমদ্দুন মজলিসে ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক মিলিয়ে আমি পূর্ণ দ্বীন-ইসলাম সম্বন্ধে চর্চা করতাম।"

"১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পাই। এতে ইসলামের ধর্মীয় ও সামাজিক দিকসহ পূর্ণ জীবনের খেদমত এক সাথেই করার প্রেরণা নিয়ে চাকুরী জীবন ছেড়ে ইসলামী আন্দোলনে আত্ম-নিয়োগ করি। জামায়াতে ইসলামীর বিপুল সাহিত্য বিশেষ করে মাওলানা মওদূদীর বিপ্লবী তাফসীর 'তাফহীমুল কোরআন'—অধ্যয়ন করার উদ্দেশে বাধ্য হয়ে উর্দু ভাষা শিখি।

"দেশের বহু প্রসিদ্ধ আলেমের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ও মহব্বত থাকায় মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে প্রকাশিত ফতোয়া ও পুস্তকাদি আমার

www.pathagar.com

হস্তগত হয়। আমি নিরপেক্ষ মন নিয়ে ঐ সব পড়েছি এবং যে সব বই-এর হাওয়ালা দিয়ে তাঁকে গুমরাহ পর্যন্ত বলা হয়েছে, সে সব মূল বই-এর সাথে মিলিয়ে আপত্তিগুলো ভাল করে পড়েছি। এর ফলে আমার জ্ঞান বাড়ার সাথে সাথে মাওলানা মওদূদীর সমালোচকগণের যুক্তিগুলো বিবেচনা করার সুযোগও পেলাম। এতে আমার দুটো সব চেয়ে বড় লাভ হয়েছে:

এক: প্রথমতঃ ওলামাদের সমালোচনার যে সব যুক্তি আমার নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে তার ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদীর সব কথা বিচার করেই আমি গ্রহণ করি।

দুই: দ্বিতীয়তঃ ওলামাদের মধ্যে যারা মাওলানা মওদূদীর ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন, তাদের ভাষা ও বলার ভঙ্গী থেকে তাঁদেরকে চিনতে সহজ হয়েছে যে কে ইসলামের স্বার্থে সংশোধন চান এবং কে বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করেন।

"মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রঃ) ও মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ)-এর দেখিয়ে দেয়া কোন কোন ভুল যে মাওলানা মওদূদী সংশোধন করেছেন সে কথা মাওলানা মওদূদী স্বয়ং আমাকে বলেছেন। এ জন্যই আমি প্রত্যেক হক-পরস্ত ও মুখলিছ আলেমের নিকট সবিনয় দরখাস্ত করছি যে, আরব দুনিয়ার গোটা আলেম সমাজ যাঁকে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে শ্রদ্ধা করেন তাঁর লেখা কিতাবাদি নিজেরা পড়ে বিচার-বিবেচনা করে দেখুন। বিনা তাহকীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আলেম গণের শোভা পায় না।"

"এ দেশে ইসলামের দুশমনদের শক্তি এমন মজবুত যে, দেশের সমস্ত ইসলাম ভক্তদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত দ্বীন-ইসলামের অগ্রগতি অসম্ভব। মাওলানা মওদূদীর বিপ্লবী ইসলামী আন্দোলনের প্রেরণায় যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব ময়দানে কাজ করছেন তাদেরকে বাদ দিয়ে বা অবহেলা করে কি এদেশে ইসলামের বিজয় সম্ভব? তাই নিরপেক্ষ মন নিয়ে দেখুন যে, মাওলানা মওদূদীর সামগ্রিক চিন্তাধারা বর্তমানে ইসলামের বিজয়ের জন্য কতটা জরুরী।"

"মাওলানা মওদূদীর সমালোচনা যে শ্রদ্ধেয় আলেমগণ করেছেন, তাঁদের লেখা পড়ার পর তাঁরা মাওলানার যে সব বই-এর সমালোচনা করেছেন

www.pathagar.com

সে বইগুলো না পড়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া নিরাপদ নয়। কারণ সমালোচকগণেরও ইজতেহাদী ভুল হতে পারে। তাই নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করার আকুল আহ্বান জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। বেদ্বীনরা বহু দলে বিভক্ত থাকা সত্ত্বেও দ্বীনের বিরুদ্ধে তারা এক হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ঈমানদাররা কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য ভুলে ইসলামকে কায়েম করার জন্য বেদ্বীনদের মুকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না?"

তমদ্দুন মজলিস ও তবলীগ জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের মনের আকাংক্ষা মিটাতে পারেনি। তিনি চাচ্ছিলেন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেশ ও সমাজ জীবনে তুলে ধরতে, ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক দিক জনগণের সামনে হাজির করতে। যেহেতু তবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের কাজ হয় না; তাই তিনি যোগ দিলেন পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীতে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সব দিক নিয়েই জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন। জামায়াতে ইসলামী দেশের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়। ইসলাম বিরোধী আইন বাতিল করে কোরআনের আইন ও শেষ নবীর আদর্শ চালু করতে চায়। ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামীর জন্ম হয়। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ) তার প্রথম নির্বাচিত আমীর।

তিনি ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে রংপুর জেলার গাইবান্ধা শহরের জামায়াতে ইসলামীর সংগঠক জনাব আবদুল খালেক-এর নিকট সর্ব প্রথম জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পান। ১৯৫৪ সালের ২২শে এপ্রিল গোলাম আযম গাইবান্ধায় সহযোগী সদস্য হিসেবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।

অতঃপর তিনি রংপুর শহর ও কারমাইকেল কলেজে জামায়াতে ইসলামীর শাখা পরিচালনার দায়িত্ব পান। সদস্য হন তিনি ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে। তখন তিনি রংপুর জেলে রাজবন্দী। সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার নিষ্ঠা ও নিরলস পরিশ্রম জ্ঞানের কারণে তাঁর উপরে সাংগঠনিক দায়িত্ব বাড়তে থাকে। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে তিনি রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী হন। ১৯৫৬ সালের শুরুতে তিনি পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারীর দায়িত্ব লাভ করেন। আবার ১৯৫৬ সালেই রাজশাহী বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে তিনি পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। একাধারে দীর্ঘ বার বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালে গোলাম আযম পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হন।

পাকিস্তান মুসলমানদের আলাদা আবাসভূমি হিসেবে জন্ম লাভ করলেও শাসকরা দেশের শাসন ব্যবস্থায় ইসলাম কায়েম করেননি। তারা ধর্ম পালন করেছে মসজিদে আর মিলাদে। যখনই ইসলামী আন্দোলন জোরদার হয়েছে, পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠির নির্যাতন চলেছে আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর। জামায়াতে ইসলামী ছিলো পাকিস্তানের অন্যতম শক্তিশালী বিরোধী দল। তাদের উপর জুলুম এসেছে বার বার। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জামায়াতে ইসলামীকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। অন্যান্য নেতার সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমও গ্রেপ্তার হন। তাঁকে রাখা হয় লাহোর জেলে। দু'মাস পর ছাড়া পেয়ে তিনি ঢাকা বিমান বন্দরে এসে নামলে আবার তিনি গ্রেপ্তার হন। এবার তিনি ছ'মাস ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকেন। পরে ঢাকা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের মাধ্যমে গোলাম আযম জেল থেকে মুক্তি পান।

জামায়াতে ইসলামীর নেতা হিসেবে অধ্যাপক গোলাম আযম সব সময়ই নির্যাতীত মানুষের সাথে ছিলেন। সরকার থেকে যখন জনগণের উপর জুলুম হয়েছে তিনি সোচ্চার কণ্ঠে তার প্রতিবাদ করেছেন। ধর্মের উপর আঘাত তিনি কখনও সহ্য করেননি। এদেশে যখন সামরিক শাসন চালু হয়েছে তখন তিনি গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য জনগণকে নিয়ে সংগ্রাম করেছেন।

আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গঠিত পি. ডি. এম (পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন) এর পূর্বাঞ্চলীয় সেক্রেটারী ছিলেন গোলাম আযম। পি.ডি-এম-এর আগে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় মোর্চার (COP) তিনি ছিলেন প্রথম সারির নেতা। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে গঠিত হয় 'ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি'। পি. ডি. এম এবং ডাক এর আন্দোলনই শেখ মুজিবকে জেল থেকে বের করে আনে। গোলাম আযম ডাক-এর অন্যতম নেতা হিসেবে রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে (RTC) পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

www.pathagar.com

সাহিত্য চর্চায় গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম একজন ব্যস্ত রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জগত থেকে বিচ্ছিন্ন নন। যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষ যুগোপযোগী ইসলামী সাহিত্য থেকে বঞ্চিত ছিলো। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ)-এর বই যখন বাংলা ভাষায় অনুবাদ হলো তখনই এদেশের লোক ইসলামী সাহিত্যের সন্ধান পেলো। ইসলামী সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্যকে তুলে ধরা হলো মুসলিম জাতির সামনে।

গোলাম আযম ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের উপর যে সব বই লিখেছেন তা ইসলামী সাহিত্যের তালিকায় নিঃসন্দেহে মূল্যবান সংযোজন। রাজনীতি যারা করেন তাঁরা বইও লেখেন অনেকে। কিন্তু গোলাম আযমের লেখা একটু ভিন্ন ধরনের। তিনি মুসলমান জাতিকে উপহার দিয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের উপর লেখা বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান বই। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের নাম পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো :

(১) নবী জীবনের আদর্শ
(২) পাকিস্তানে আদর্শের লড়াই
(৩) বাঙ্গালী মুসলমান কোন পথে ?
(৪) বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন
(৫) আধুনিক পরিবেশে ইসলাম
(৬) বিশ্ব নবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি
(৭) কোরআন বুঝা সহজ
(৮) আমার দেশ বাংলাদেশ
(৯) জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
(১০) বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি
(১১) মসজিদের ইমাম সাহেবানের খেদমতে বিশেষ আবেদন
(১২) ইকামাতে দ্বীন
(১৩) ইকামাতে দ্বীনের সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরিণাম
(১৪) ইসলামে নবীর মর্যাদা
(১৫) কিশোর মনে ভাবনা জাগে
(১৬) ইসলামী আন্দোলন সাফল্য ও বিভ্রান্তি

www.pathagar.com

(১৭) পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষে মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ—এর বিশেষ আবেদন

(১৮) গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসঙ্গে

(১৯) বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের উপায়: সামরিক সরকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিবেচনার বিষয়

অনুবাদ ও সম্পাদনা :

(২০) তাফহীমুল কোরআন (সার সংক্ষেপ) আমপারার তাফসীর

ইংরেজী গ্রন্থ

(২১) A guide to the Islamic Movement

(২২) Solution to Islamic Economic Problem

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

(১) প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও ইসলাম, দৈনিক সংগ্রাম, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৮১

(২) বাংলাদেশের পলিটিকেল সিস্টেম, দৈনিক সংগ্রাম, ২১শে জুন, ১৯৮১

(৩) রাসূল (সঃ) এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮২

(৪) বাংলাদেশের আযাদী, দৈনিক সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস সংখ্যা '৮৪, ২৬শে মার্চ ১৯৮৪

(৫) গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, সাপ্তাহিক সোনারবাংলা, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৮৩

(৬) স্বাধীনতার তাৎপর্য, দৈনিক সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস সংখ্যা, ২৬শে মার্চ ১৯৮৩

(৭) বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ৭ই অক্টোবর; ১৯৮৩

(৮) কোরআন বুঝবার সহজ উপায়, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ২৮শে আগষ্ট, ১৯৮১

(৯) বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, দৈনিক সংগ্রাম, ২৫শে মে, ১৯৮০

www.pathagar.com

(১০) ইসলামী আন্দোলন : আদর্শ কর্মীর পরিচয়, স্মারণিকা, সাথী সম্মেলন '৮৪, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির

(১১) বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের উপায়, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ৭ই এপ্রিল, ১৯৮৪

(১২) খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা, সেমিনার স্মারক, খোলাফায়ে রাশেদীন, ২৮শে মে, ১৯৮৩

(১৩) বিশ্ব মুসলিম ঐক্যশক্তি, দৈনিক সংগ্রাম, চতুর্দশ ইসলামী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী সম্মেলন সংখ্যা, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩

(১৪) সংলাপ কতটুকু সফল হবে? দৈনিক সংগ্রাম, ২২শে এপ্রিল, ১৯৮৪

(১৫) মুসলিম ঐক্য ও তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন, দৈনিক সংগ্রাম, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ (১৯৮১ সালের ২৫শে জানুয়ারী মক্কা শরিফে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে জেদ্দা রেডিও'র জন্য লিখিত অধ্যাপক গোলাম আযমের এ প্রবন্ধটি জেদ্দা রেডিও থেকে ২৭-১-৮১ তারিখে প্রচারিত হয়।)

(১৬) কোরআন ও রমাদান, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ৩রা জুন, ১৯৮৪

গোলাম আযম সাংবাদিকতার সাথেও জড়িত ছিলেন। ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদনা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন। পত্রিকা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার সম্পাদকীয়সহ বিভিন্ন কলামে নিয়মিত লিখতেন। দৈনিক সংগ্রামের উপ-সম্পাদকীয় কলামে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রায়ই তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

সত্তরের নির্বাচনোত্তর রাজনীতি

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী দল ছিল আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। রাজনৈতিক আদর্শের কারণে শেখ মুজিবর রহমানের সাথে গোলাম আযমের প্রবল মত পার্থক্য ছিল। কিন্তু নির্বাচনের পর তিনিই সর্ব প্রথম নির্বাচিত শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান। সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচিত

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ দলের নেতা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেবার গড়িমসি চলে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভুট্টোর বিরোধীতা আসে শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে। তাতে গোলাম আযম ভুট্টোর বিরোধীতার তীব্র সমালোচনা করেন। নিরীহ জনতার উপর টিক্কা খানের সামরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে গোলাম আযমই বায়তুল মোকাররমে প্রথম সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ জানান।

পাকিস্তানের সামরিক সরকার যখন দেশ ও জনগণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাদ দিয়ে হত্যা, জুলুম, ইত্যাদি শুরু করলো তখন গোলাম আযম চুপ করে থাকেননি। মানুষ মরবে আর তিনি দেখবেন সে রাজনীতি তিনি করেন না। তাঁর জন্মভূমি পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হেফাযত করার ক্ষেত্রে সে দেশের নাগরিক হয়ে যতটুকু দায়িত্ব ছিল সে দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। তাই বলে দেশের মানুষকে হত্যা করতে হবে, এমন চিন্তার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। এ সত্য কথা বিরোধীদের জানা থাকলেও তারা এখন তা স্বীকার করবে না। ১৯৭১ সালকে তারা গোলাম আযমের ঘাড়ে চাপাতে চায়। তারা এমনভাবে কথা বলে যেন গোলাম আযম তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁর নির্দেশেই এদেশের নিরীহ নিরপরাধ জনগণকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এসব কথা যুগ কাল ধরে বলেও দেশের মানুষকে বোকা বানানো যায়নি এবং যে ভারত ১৯৭১ সালে দেশের বন্ধু হিসাবে পরিচিত ছিল ভারতের বন্ধুরাই পরে জনপ্রিয়তা হারালো। গোলাম আযম যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। বরং আরও বলা যায় তিনি এখন দেশের ইসলামী জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা।

১৯৭১ সালের ঘটনায় গোলাম আযমকে যে দৃষ্টিতেই দেখা হোক এটা সত্য যে তিনি গণহত্যার সাথে কোনদিক দিয়েই জড়িত ছিলেন না। কোন সরকারই তার প্রমাণ দিতে পারেনি। শুধু রাজনৈতিক ও আদর্শিক কারণেই তাঁকে স্বাধীনতা বিরোধী বলা হয়।

গোলাম আযমের প্রবাসজীবন

অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত এদেশে ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২২শে নভেম্বর গিয়েছিলেন লাহোরে। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ছিল। সে বৈঠকে যোগ দেবার জন্যই তিনি যান পাকিস্তানে। অধিবেশন শেষে ১৯৭১ সালেরই ৩রা ডিসেম্বর

www.pathagar.com

ঢাকার উদ্দেশ্যে বিমানযোগে করাচী থেকে যাত্রা করেন। কিন্তু তখন ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোমা বর্ষণের ফলে বিমান ঢাকায় নামতে না পারায় ফিরে যেতে বাধ্যহন। বিমানের পাইলট যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্যেই বিমানটি ঢাকায় অবতরণ করাননি। বিমানের পাইলট শ্রীলঙ্কা থেকে পরবর্তী নির্দেশ নিয়ে সৌদী আরবের জেদ্দা বিমান বন্দর অবতরণ করে।

বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ এবং দেশে ফিরে আসার জন্য তিনি ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান থেকে লণ্ডন যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভুট্টো সরকার তাঁকে পাকিস্তানের বাইরে যাবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এমনকি তাঁকে হজ্বে যাবার অনুমতিও দেয়া হয় না। অনেক নেতা খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে ভুট্টো সরকারের এই জুলুমের প্রতিবাদ করেন। অবশেষে তিনি হজ্বে যাবার অনুমতি পান। এই সুযোগেই তিনি পাকিস্তান ত্যাগ করেন। হজ্ব থেকে গোলাম আযম আর পাকিস্তান ফিরে যাননি।

হজ্ব শেষ করে তিনি দুবাই, আবুধাবী, বৈরুত, কুয়েত ও লিবিয়া সফর শেষে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে লণ্ডন যান। কিন্তু লণ্ডন থেকে বাংলাদেশে আসার চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হন। তদানীন্তন মুজিব সরকার ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করেন। তখন থেকে শুরু হয় তাঁর নির্বাসিত জীবন।

তিনি দেশের সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তিত্ব। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল করে শেখ মুজিবর রহমান কোন সুনাম অর্জন করেননি। এ দ্বারা কোটি কোটি মুসলিম জনগণের নিকট মুজিব সরকারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়নি। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের আওয়াজ স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে মুজিব সরকার গোলাম আযমের নাগরিকত্ব হরণ করেন এ কথা সবার নিকট স্পষ্ট।

১৯৭৩ সালের ২২শে এপ্রিল অধ্যাপক গোলাম আযম সহ ঊনচল্লিশ ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিলের যে খবর সরকারের গেজেট নোটিফিকেশনের বরাত দিয়ে প্রকাশিত হয় তাতে তাঁদের নাগরিকত্ব হরণের তিনটি কারণ দেখানো হয়।

(১) স্বাধীনতার আগে থেকেই তাঁরা বাইরে অবস্থান করে আসছেন।

www.pathagar.com

(২) তাঁদের আচরণ নাগরিক থাকার উপযুক্ত নয়।

(৩) তাঁদের পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে বসবাস অব্যাহত আছে।

এর মধ্যে দ্বিতীয় দফায় যে অভিযোগ আনা হয়েছে তাকে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। তবে নাগরিকত্ব হরণের গেজেট নোটিফিকেশন Bangladesh Citizenship (Temporary provisions) Order 1972 (P. O. No 149 of 1972) -এর ৩নং ধারার বরাত দিয়েছে আর ৩নং ধারা নাগরিকত্ব হরণের ভিত্তি হিসেবে ঐ অধ্যাদেশেরই ২নং ধারার কথা উল্লেখ করেছে। সিটিজেনশীপ অধ্যাদেশের এই দু' নম্বর ধারার দ্বিতীয় উপধারায় যে দুটি অপরাধের কথা বলা হয়েছে তাহলো :

(১) বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধরত ছিল এমন দেশে অবস্থান করা।

(২) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শসস্ত্র অভিযানে লিপ্ত থাকা।

সুতরাং এটা পরিষ্কার, নাগরিকত্ব হরণের ধারাটিতে উল্লেখিত ২নং কারণটি এই দুটি অপরাধের দিকেই ইঙ্গিত করে। কিন্তু অধ্যাপক গোলাম আযম এই দুটি অপরাধের কোনটিরই সাথেই জড়িত ছিলেন না। প্রথম ধরা যাক, বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধরত ছিল এমন একটি দেশে তাঁর অবস্থানের কথা। উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব হরণের নোটিফিকেশনেও এই অপরাধটিকে নাগরিকত্ব হরণের তিন-নম্বর যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। আসলে এই অভিযোগ তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি নিজের ইচ্ছায় ঢাকার আকাশ সীমায় এসে আবার পাকিস্তানে ফিরে যাননি। তিনি যে বিমানে করে ঢাকায় আসেন সেই যাত্রীবাহী বিমানটি ঢাকা বিমান বন্দরে নামতে পারেনি। তখন ঢাকার আকাশে তুমুল যুদ্ধ চলছিল। সে কারণে বিমানটি পথ পরিবর্তন করে জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। পরে তিনি পাকিস্তানে ফিরে যান এবং পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে তিনি থাকেন নি।

১৯৭২ এর নভেম্বরে তিনি হজ্বে যাবার জন্য পাকিস্তান সরকারের অনুমতি পান। হজ্বের জন্য সেই যে পাকিস্তান থেকে বের হয়ে এসেছেন আর কখনও পাকিস্তানে তিনি ফিরে যাননি। পাকিস্তান ত্যাগ করার পর তিনি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য যখন উদগ্রীব ছিলেন সেই সময়ই তাঁর নাগরিকত্ব বাংলাদেশ সরকার বাতিল ঘোষণা করেন। যে কারণে বাধ্য হয়ে তাঁকে বাকী সাড়ে পাঁচ বছর লণ্ডনে অবস্থান করতে হয়েছে। তাছাড়া তাঁর সামনে বিকল্প আর কিছু ছিল না। দেশে ফিরে আসার কোন পথই খোলা ছিল না।

www.pathagar.com

১৯৭২ সালের সিটিজেনশীপ অধ্যাদেশে উল্লেখিত নাগরিকত্ব হারাবার দ্বিতীয় অপরাধ অর্থাৎ বাংলাদেশের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকার অভিযোগটিও অধ্যাপক গোলাম আযমের ক্ষেত্রে খাটে না। এই অধ্যাদেশ জারি হয় ১৯৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর। এই সময় দেশে ফেরার জন্য উদ্বিগ্ন গোলাম আযমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে অংশগ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আবার এর আগেও তাঁর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অংশ নেয়ার কোন কল্পকথাও দাঁড় করানো যায় না। সুতরাং দেশ মুক্ত হবার দীর্ঘ এক বছর পরে এমন একটি অধ্যাদেশ জারি করা এবং তারও তিন মাস পরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার অভিযোগ গোলাম আযমের নাগরিকত্ব হরণ করা চরম মানবতা বিরোধী। মানুষের মৌলিক অধিকার নিয়ে কি মর্মান্তিক খেলা! এর চেয়ে জঘন্যতম অপরাধ আর কি হতে পারে? একটি স্বাধীন দেশ-যে দেশ পৃথিবীর নিকট মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত সে দেশে এই কাজটি অবিশ্বাস হলেও সত্য। গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নিয়ে সে খেলাই চলেছে।

তদানীন্তন স্বৈরাচারী মুজিব সরকার গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি অপরাধ খাড়া করেছিলো আসলে তা ছিল একটা পরিকল্পিত ব্যাপার। বলা যায়, রাজনৈতিক আদর্শের কারণে সরকার গোলাম আযমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলো।

১৯৭৩ সালের ২৪শে এপ্রিল ৩৯ জনের নাগরিকত্ব বাতিল ও ৩৯ জন দেশপ্রেমিক বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম সহ সরকারী ঘোষণা 'The Bangladesh Observer' পত্রিকায় ছাপা হয়:

"The Government by a notification, have declared 39 persons including Mr. Nurul Amin, Mr. Hamidul Haque Chowdhury, Mr. Mahmud Ali, Mr. Wahiduzzman alias Thanda Mia, Prof. Ghulam Azam and Raja Tridib Roy as disqualified to be citizens of Bangladesh, reports BSS.

The Government have by a notification declared 39 persons as disqualified to be citizens of Bangladesh, says a Govt. handout issued on saturday.

The notification says, the action has been taken under Article 3 of the Bangladesh (Temporary provisions) order 1972 (D.O, No. 149 of 1972) on the ground that those persons have been

www.pathagar.com

staying abroad since before the liberation of Bangladesh and by their conduct cannot be deemed to be citizens of Bangladesh and that they have continued to be citizens of Pakistan."

গোলাম আযম পত্রিকা মারফত জানতে পারলেন যে, তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে। তখন তিনি লণ্ডনে। সে কারণে গোলাম আযমকে বাধ্য হয়েই পাকিস্তানী পাসপোর্ট ব্যবহার করতে হয়।

১৯৭৩ সাল থেকে গোলাম আযম লণ্ডনে ছিলেন। লণ্ডন থেকেই তিনি ঢাকায় আসেন। এই ছয় বছরের ভিতর তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে দুনিয়ার অনেক দেশে যাবার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রবাস জীবনে দ্বীনি তৎপরতা

১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে রিয়াদে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক' ইসলামিক যুব সম্মেলনের প্রথম ডেলিগেট মিটিং-এ তিনি সভাপতিত্ব করেন। অতিথি বক্তা হিসাবে তিনি নিম্নলিখিত সম্মেলনসমূহে যোগদান করেন :

(১) ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে লিবিয়ার ত্রিপোলীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক যুব সম্মেলনে ভাষণ দেন ; (২) ১৯৭৩ সালের আগস্টে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত FOSIS -এর বার্ষিক কনভেনশনে ভাষণ দেন ; (৩) ১৯৭৩ সালের আগস্টে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইসলামিক মিশনের বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ দেন ; (৪) ১৯৭৭ সালের জুলাইতে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত UFSO-এর বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ দেন ; (৫) ওভারসীজ গেস্ট স্পীকার হিসাবে তিনি ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকার মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত MSA-এর বার্ষিক কনভেনশনে ভাষণ দেন।

প্রবাস জীবনে গোলাম আযম আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসেবে নিম্নলিখিত সম্মেলনসমূহে যোগদান করেন :

(১) ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর উদ্যোগে মক্কায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সংগঠনসমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলন ; (২) ১৯৭৬ সালের এপ্রিলে ইউরোপীয় ইসলামিক কাউন্সিলের উদ্যোগে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্স ; (৩) ১৯৭৬ সলের ডিসেম্বরে ইমাম মোহাম্মাদ বিন সৌদ ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে রিয়াদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স

www.pathagar.com

সম্মেলন; (৪) ১৯৭৭ সালের এপ্রিলে কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে মক্কায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন।

১৯৭৩ সালের জানুয়ারীতে সৌদী আরবের বাদশাহ ফয়সলের সাথে তিনি প্রথম দেখা করেন। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও সমাজতন্ত্রকে জাতির আদর্শ বলে ঘোষণা করায় বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের পক্ষ থেকে বক্তব্য নিয়ে গোলাম আযম সৌদী বাদশাহ ফয়সলের সাহায্য চান এবং বাংলাদেশ সরকারের ওপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি করার জন্য অনুরোধ জানান, যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো শাসনতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হয়।

গোলাম আযম পৃথিবীর অনেক দেশ সফর করেছেন। যেখানেই গেছেন সম্মান পেয়েছেন। সে দেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর খবর ছাপা হয়েছে। বিশ্ব-বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি বিদেশে সকলের নিকট সমাদৃত হয়েছেন।

গোলাম আযম ইচ্ছা করলে তেলসমৃদ্ধ দেশ সৌদী আরব, কুয়েত অথবা অন্য কোন দেশে থেকে যেতে পারতেন। সে দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করায় তাঁর কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু নিজের জন্মভূমি ফেলে কোথাও তিনি থাকতে চাননি। তিনি বলেন, "জন্মভূমির ভালবাসা মানুষের সহজাত। যারা কখনও বিদেশে দীর্ঘদিন কাটায়নি তারা এ ভালবাসার গভীরতা সহজে অনুভব করতে পারে না। চাকুরী, উচ্চশিক্ষা বা ব্যবসা উপলক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে যাঁরা বিদেশে বসবাস করেন তাঁদের সবাই আমার সাথে একমত হবেন যে, বিদেশে যাবার আগে জন্মভূমি এত প্রিয় বলে মনে হয়নি। কিন্তু যাঁরা বাধ্য হয়ে বিদেশে অবস্থান করেন এবং কোন কারণে দেশে আসতে অক্ষম হন, তাঁদের এ অনুভূতি আরও গভীর হয়। তাঁরা দৈহিক দিক দিয়ে বিদেশে পড়ে থাকলেও তাদের মনটা দেশেই পড়ে থাকে। দেশের মানুষ, দেশের গাছপালা, দেশের আবহাওয়া, দেশের ফল-মূল, দেশের পশু-পাখী, দেশের মাটি যেমন আপন মনে হয়, বিদেশের এসব জিনিস তেমন মনে হতে পারে না। সাময়িকভাবে বা আংশিকভাবে কোন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যতই মনোমুগ্ধকর মনে হোক, সামগ্রিকভাবে জন্মভূমিই যে প্রিয়তম একথার সাক্ষী আমি নিজে। (আমার দেশ বাংলাদেশ)

www.pathagar.com

প্রবাস জীবনের অস্থিরতা সম্পর্কে আবার বলেছেন, "জন্মভূমির মানুষের ভালবাসাও বিদেশে বেশী অনুভূত হয়। বিলাতে পথে-ঘাটে, বাসে, ট্রেনে বা টিউবে (আণ্ডার গ্রাউণ্ড ট্রেন) দেশী অপরিচিত লোকের সাক্ষাৎ পেলেও অত্যন্ত আপন মনে করে আলাপ-পরিচয় করতে আগ্রহ বোধ হয়েছে। দেশের মানুষ সম্পর্কে কোন সুখবর শুনলে মনে গভীর তৃপ্তি বোধ হয়েছে। আবার কোন দুঃসংবাদ পেলে প্রাণে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়েছে।"

"এভাবেই 'আমার দেশের' সাথে নাড়ীর গভীর সম্পর্ক বিদেশে না থাকলে এমনভাবে অনুভব করতে পারতাম না। যারা কোন কারণে বিদেশে থাকে তাঁরা সেখানে আপন দেশে থাকার মানসিক তৃপ্তি কিছুতেই পেতে পারে না। আপন বাড়ী ও আপন দেশ সত্যিই প্রিয়তম। তাই বাংলাদেশই আমার দেশ, এর উন্নতিই আমার উন্নতি, এর দুর্নামই আমার দুর্নাম। আমার দেশের কল্যাণের প্রচেষ্টা চালান তাই আমার ঈমানী কর্তব্য।" ('আমার দেশ বাংলাদেশ')

নাগরিকত্বের জন্য চেষ্টা

১৯৭৬ সালের ১৮ই জানুয়ারী বাংলাদেশ সরকার এক প্রেসনোটে ঘোষণা করেন: "বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার কিছু সংখ্যক বাংলাদেশের নাগরিকের নাগরিকত্ব বাতিল করিয়াছিলেন। বর্তমানে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশে ও বিদেশে অবস্থান করিতেছেন। সরকার ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা সম্পর্কে বিবেচনা করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিয়াছেন। সুতরাং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরাইয়া পাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে এতদ্দুশ্যে তাহারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট সরাসরি আবেদন পত্র পেশ করিতে পারেন।"

এই প্রেসনোট প্রকাশিত হবার পর গোলাম আযম লণ্ডন থেকে নাগরিকত্ব ফিরে পাবার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করেন। আবেদন পত্রে লেখেন:

www.pathagar.com

Prof. Ghulam Azam

87 LEWISHAM WAY, LONDON
SE-746 QD
Talephone 01-692-9362

২৪শে জমাদিউল উলা ১৩৯৭
২০ মে, ১৯৭৬
Date.....

বিসমিল্লাহের রহমানির রাহিম

সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিষয়: নাগরিকত্ব পুনর্বহাল

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম অ-রাহমাতুল্লাহ।

সরকারী ঘোষণা মোতাবেক জানতে পারলাম যে, সাবেক সরকার যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করেছিলেন তাদের সে অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার বিষয় বিবেচনার জন্য বর্তমান সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

আমি জন্মগতভাবেই বাংলাদেশের নাগরিক। আমি মনে করি সাবেক সরকার অন্যায়ভাবে আমার নাগরিক অধিকার হরণ করেছিলেন। স্বভাবতই সে অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য আমি একান্ত ইচ্ছুক।

আশাকরি বর্তমান সরকার অবিলম্বে আমার নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করে আমার প্রতি সুবিচার করবেন। ইতি।

(গোলাম আযম)
দস্তখত

কিন্তু তাঁর এই আবেদনের কোন জবাব সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি।

১৯৭৭ সালের ১২ই জানুয়ারী গোলাম আযম আবার লণ্ডন থেকেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নিকট নাগরিকত্ব ফিরে পাবার জন্য আবেদন করেন। তিনি চিঠিতে লেখেন:

www.pathagar.com

January 12, 1977

Major General Ziaur Rahman
Chief Martial Law Administrator
People's Republic of Bangladesh
Dacca.

Janab,

Assalamu Alaikum wa Rahmatullah.

May I draw your kind attention to the following for your early consideration :

1) On the basis of a press note issued in January, 1976, that the Govt. of Bangladesh 'has decided to consider restoration of the citizenship of those persons whose citizenship was cancelled by the previous Govt.', I applied to the Secretary, Ministry of Home Affairs, on May the 20th, 1976. A copy of that application is enclosed herewith.

2) I have not been able to know the fate of my application as yet. May I request you to take an early decision about the case. If you feel the necessity to make any query before taking decision, I shall be ready to reply.

3) It may not be irrelevant to mention that it was mere accident that I could not reach Dacca from Karachi on 3. 12. 1971 when my plane had to return to Jeddah from near the border of the then East Pakistan. Had I been in Dacca my citizenship would not have been cancelled, though I might be imprisoned.

4) During last five years I have not tried to settle anywhere with this firm faith that I would get the chance to go to my home-land. My wife and children are Bangladeshi nationals and I did not even dream of changing their nationality.

May I hope that my case shall no longer hang in the balance and since you are the real authority to take final dicision, it will receive your early attention.

with best regards.

Yours faithfully,
Sd/- G. Azam

www.pathagar.com

C. C. to

1) Secretary, Ministry of Home Affairs.
2) High Commissioner, High Commission of Bangladesh, London.

এর তিন মাস পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে অক্ষমতা জানিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযমকে এক চিঠি দেয়া হয়। সরকার তাতে যা লিখেছেন :

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Home Affairs
Immigration Branch-III,

No. 494..Imn/III Dated Dacca, the 23rd Aprill, 1977.

From : Mr. Md. A. Latif Chowdhury,
Section Officer,

To : Prof. Ghulam Azam,
87, LEWISHAMWAY, London SE-746 QD,
LONDON.

Subject : Restoration of your Bangladesh Citizenship.

Dear Sir,

With reference to your application dated 12. 1. 77 addressed to the Chief Martial Law Administrator, Government of Bangladesh, I am directed to inform you that the Government of the People's Republic of Bangladesh regret their inabillty to accede to your request to restore Bangladesh Citizenship.

Yours faithfully,
(Md. A. Latif Chowdhury)
Section Officer.

১৯৭৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী তিনি পুনরায় নাগরিকত্ব ফিরে পাবার জন্য বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন করেন। আবেদন পত্রে লেখেন :

www.pathagar.com

Prof. Ghulam Azam
189 Acomb Street
Manchester M 14 4 DY
U. K.

Date January 16, 1978

Major General Ziaur Rahman
President, The People's Republic of
Banglahesh.
President's House. Dacca.
Bangladesh.

Janab,

Assalamu Alaikum.

May I draw your kind attention to the following for your favourable consideration :

1. I am a national of Bangladesh and a natural citizen of that country. My citizenship was unjustly taken away by the then Government of Bangladesh in 1972.

2. In response to the notification issued by the Government of Bangladesh on 17th January, 1976. I wrote to the Secretary, The Ministry of Home Affairs for the restoration of my citizenship, a copy of which is enclosed herewith.

3. Unfortunately I did not receive any kind of information from the Bangladesh Home Office. I continued to wait till you became the Chief Martial Law Administrator when I felt that my grievances should be placed to a person who was at the helm of all affairs.

4. I addressed a letter to you as Chief Martial Law Administrator on the 12th January 1977 stating the whole background of my case. A copy of that letter is also enclosed. In reply I received on 16th May 1977 a letter from the Home Office issued on 23rd April 1977 a copy of which is attached herewith. The reply was very shocking not because justice was not done to me, but because no reason was mentioned for refusing the restoration of my citizenship.

5. I am again approacing you as the President of my beloved homeland with the hope that you shall redress my grievances by restoring the citizenship.

www.pathagar.com

May Allah enble you to remove the injustice done by the previous Government to one of your fellow ctiizens.

Your faithfully.
Ghulam Azam

কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এবারও তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে ২০শে মার্চ আগের মতই তাঁর কাছে একটি চিঠি পাঠান।

দেশে আগমন ও নাগরিকত্বলাভের চেষ্টা

অধ্যাপক গোলাম আযমের সমস্ত আবেদন নাকচ হবার পর তাঁর বৃদ্ধা মাতা সাইয়েদা আশরাফুন্নেছা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জনাব জিয়াউর রহমানের কাছে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব এবং তাঁকে দেশে আসতে দেয়ার জন্য আবেদন করেন। বাংলাদেশ সরকার উক্ত আবেদনের জবাবে গোলাম আযমকে দেশে আসতে দেবার অনুমতি দান করেন। অনুমতি পাবার পর পরই ১৯৭৮ সালের ১১ই জুলাই লণ্ডন থেকে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ফিরে আসেন নিজের জন্মভূমিতে।

দীর্ঘ সাত বছর বাধ্য হয়ে প্রবাস জীবন কাটানোর পর দেশে এসেও শান্তিতে থাকতে পারলেন না। বার বার সরকার তাগিদ করেছে বিদেশে চলে যাবার। সরকার থেকে চিঠি এসেছে তার কাছে। এদেশের একজন সুনাগরিক হিসেবে তাঁর যা প্রাপ্য তার স্বীকৃতিটুকু সরকার আজও দেয়নি। জন্মগত অধিকার নিয়ে কোন মানুষের উপর জুলুম অবিচার চিরস্থায়ী হয় না। একদিন তার অবসান হবেই। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বেঁচে থাকার অধিকার ও সুযোগ দিয়েছেন। তিনি কোন মানুষের উপর জুলুম করেন না। অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করেন না। তিনি সব জাতির সব দেশের সব মানুষকে সমানভাবে দেখেন। অথচ আমরা তারই বান্দা। পৃথিবীতে আমরা মানুষের উপর জুলুম করছি। মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করছি। ক্ষণস্থায়ী জীবনে ক্ষুদ্র এক খণ্ড জমির শাসক অথবা প্রেসিডেন্ট হয়ে কত অত্যাচার, নির্যাতন করে চলেছি।

মৃত্যুর হাত থেকে কোন মানুষই রেহাই পাবে না। তবে এত অন্যায় অবিচার কেন? আল্লার বান্দা হয়ে আর এক বান্দাকে তার জন্মগত অধিকার নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয় কেন? এত গড়িমসি কেন? সব কিছুর জবাব একদিন দিতে হবে। কোন ওজরে মাথা নাড়া, চুপ থাকা, বিবেচনা না করা সেখানে চলবেনা। সব শাসকের বড় শাসক তিনি। তিনি হুকুমদাতা।

www.pathagar.com

আমরা হুকুম পালন করতে এসেছি। হুকুম দিতে আসিনি। আসিনি কোন মানুষের জন্মগত অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে।

গোলাম আযম জন্মভূমি বাংলাদেশে ফিরে এসেই যথানিয়মে নাগরিকত্বের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন করেন। আবেদনে তিনি বলেন :

(ক) সকল বিচারে আমি একজন বাংলাদেশী। পাকিস্তানী পাসপোর্টে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হলেও আমি পাকিস্তানী নই।

(খ) গত ছ'বছরে আমি পাকিস্তানে যাইনি।

(গ) আমার কোন সম্পত্তি পাকিস্তানে নেই।

(ঘ) বাংলাদেশের বাইরে আমার কোন সম্পদ-সম্পত্তি নেই।

(ঙ) আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বাংলাদেশী নাগরিক।

(চ) আমার মরহুম পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যে সম্পত্তি বাংলাদেশে রয়েছে সেটাই আমার একমাত্র সম্পত্তি।

কিন্তু এই আবেদনের কোন উত্তর সরকার থেকে তাঁকে দেয়া হয়নি। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে মেয়াদ আরও তিন মাস বৃদ্ধির জন্য তিনি আবেদন করেন। আবেদনে বলেন :

To 20 Shawal 1398 Hijri
The Secy, Ministry of Home Affairs Date 24-9-1978
Sub : Application for extension
of the period of star.

Janab,

I entered Bangladesh on 11. 7. 78. on visa no. conlv 2009/78 issned from London on 27. 6. 78. valid till 10. 10. 78

I came to see my old ailing mother and mother-in-law. My mother-in-law is almost in death-bed and my mother is very keen to see me by her side for a longer period.

May I, therefore, request the Govt. of Bangladesh to extend the peiod of my stay in Bangladesh for another three mcnths.

Your faithfully
Ghulam Azam

www.pathagar.com

আবেদনের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাস মঞ্জুর হয়। পুনরায় দু'মাস মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন। এরও কোন উত্তর তিনি পাননি। ভিসার বর্ধিত মেয়াদ একমাস শেষ হবার মাত্র তিন দিন পূর্বে তাঁকে জানানো হয় যে, তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা হয়নি। এমতাবস্থায় তিনি পুনরায় নাগরিকত্বের দরখাস্তসহ নাগরিকত্ব না হওয়া পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করেন। কিন্তু এবারও একমাস মঞ্জুর করে বলে দেয়া হয় ১০ই ডিসেম্বরের (১৯৭৮) মধ্যে তাঁকে অবশ্যই বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হবে। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে তিনি ১৯৭৮ সালের ২৮শে নভেম্বর সরাসরি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান-এর কাছে নাগরিকত্ব পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থানের অনুমতির জন্য আবেদন করেন। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের কাছে যে আবেদন করেন তাতে তিনি সুস্পষ্টভাবে পুনরায় লেখেন:

(১) সকল বিচারে আমি একজন বাংলাদেশী। পাকিস্তানী পাসপোর্টে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হলেও আমি পাকিস্তানী নাগরিক নই।

(২) গত ছ'বছরে আমি পাকিস্তানে যাইনি।

(৩) আমার কোন সম্পত্তি পাকিস্তানে নেই।

(৪) বাংলাদেশের বাইরে আমার কোন সম্পদ-সম্পত্তি নেই।

(৫) আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বাংলাদেশী নাগরিক।

(৬) আমার মরহুম পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যে সম্পত্তি বাংলাদেশে রয়েছে সেটাই আমার একমাত্র সম্পত্তি।

পত্র-পত্রিকায় প্রতিক্রিয়া

মিসরের প্রভাবশালী সাপ্তাহিক "আল দাওয়াত" পত্রিকায় অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার দাবীতে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সাহেব প্রবন্ধটি লেখেন। প্রবন্ধটি বের হয় আরবী ভাষায়। এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, বিদেশের পত্র-পত্রিকাগুলোও অধ্যাপক গোলাম আযমের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেবার জন্য জোর দাবী জানিয়েছিলো। সম্পাদক সাহেব প্রবন্ধটিতে লেখেন:

"কারুর নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেয়া, কাউকে দেশচ্যুত করা কম্যুনিস্ট স্বৈরাচারী সরকারের একটা নিত্য স্বভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ তারাই

www.pathagar.com

নিজেদেরকে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উন্নতশীল বলে দাপট দেখায়। বিগত অর্ধশতাব্দী যাবত এ ধরনের শাসকরাই গোটা মুসলিম জাহানের মধ্যে বিরাজ করছে। আর উল্লেখিত বিধি দু'টো তারা প্রয়োগ করে স্বাধারণতঃ ইসলামী আন্দোলনের লোকদের উপর। এ সমস্ত স্বৈরাচারী শাসনের নিষ্পেষণে আজ যে সমস্ত মোমেন বান্দারা স্বীয় মাতৃভূমির বাইরে দেশচ্যুত হয়ে যাযাবরের ন্যায় জীবন যাপন করছেন, আর ভোগ করছেন বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট ও নির্যাতন, তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পরিবার-পরিজনও সেই একই নির্যাতনে নিষ্পেসিত। অধ্যাপক গোলাম আযম তাদেরই একজন। ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানের আমলে তিনি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর যাঁকে বাংলাদেশ তথা সমস্ত মুসলিম জাহানে ইসলামী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা বলে মনে করা হয়।

"শেখ মুজিবের পর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনেক লোকের বাতিলকৃত নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করে মাতৃভূমিতে স্বাধীনভাবে অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়। সেই সুযোগে অধ্যাপক গোলাম আযমও নাগরিকত্বের জন্য আপীল করেন। কিন্তু তাঁর সে আপীল অগ্রাহ্য করা হয়।

"বাংলাদেশ সরকার একজন পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে স্বল্প সময়ের জন্য তাঁকে দেশে যেতে অনুমতি দেয় যার অর্থ হচ্ছে —বাংলাদেশ সরকার তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে মোটেই আগ্রহী নয়।"

'আল-দাওয়াত' প্রশ্ন করতে চাচ্ছে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সরকার যেখানে অন্যান্য লোকদের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করেছে, সেখানে অধ্যাপক গোলাম আযমের বেলায় সরকার গড়িমসি করছে কেন? গোলাম আযমকে আজ মাতৃভূমিচ্যুত হয়ে বিদেশে অসহায় জীবন-যাপন করতে হচ্ছে কেন? কেনইবা তাঁর বৃদ্ধ মাতা ও পরিবার পরিজন সাংসারিক ও আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন?

"আমরা আজ অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সহানুভূতিশীল এবং বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমরা জোর দাবী জানাচ্ছি যে, ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া হোক। তাঁর উপর থেকে সর্ব প্রকারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামী দাওয়াতের কাজ করার জন্য তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হোক।"

www.pathagar.com

"আমরা এও জানিয়ে দিতে চাচ্ছি যে, বাংলাদেশের ও সেখানকার জনসাধারণের ভবিষ্যত স্থায়ীত্ব, সংহতি ও জাতীয় মর্যাদা একমাত্র ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। উক্ত আদর্শের পথে অগ্রসর হবার জন্য সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে দেশের মধ্যে ইসলামী আদর্শ বিস্তার করার জন্য ধর্মীয় নেতাদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা। আমরা আশা করব, অতি সত্বর বাংলাদেশ সরকার আমাদের আশাটুকু অবশ্যই পূরণ করবেন।

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের টালবাহানায় মিশর থেকে প্রকাশিত 'দাওয়াত' পুনরায় তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পত্রিকায় 'ইসলামী আন্দোলনের নেতা গোলাম আযমের প্রতি বাংলাদেশ সরকার-এর ব্যবহার' শিরোনামে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়ঃ

"বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী মতবাদের দিকে আহ্বানকারী দুনিয়ার সব ডিক্টেটরেরা নাগরিকত্ব হরণ ও অস্বীকার— এই দু'টি হাতিয়ারই সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকে এবং এর দ্বারা তারা মানুষকে প্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে প্রচার করে। ইসলামী দেশগুলিতে গত পঞ্চাশ বছর ধরে এ রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে।"

"লক্ষ্য করার বিষয় এ হাতিয়ার, বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রতিই প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে তাঁরা পরিবারবর্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিদেশে অবর্ণনীয় দুঃখ-বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন।

"ইসলামী আন্দোলনের পুরোধা, সাবেক পূর্ব পাক (বাংলাদেশ) জামায়াতে ইসলামীর আমীর আল্লামা গোলাম আযমের প্রতিও এই দু'টি অস্ত্রই প্রয়োগ করা হয়েছে।"

"শেখ মুজিবুর রহমান হিন্দুস্তানের সঙ্গে যোগাসাজসে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে এবং মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের পতাকা উত্তোলন করে দেশে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। মুজিব আমল শেষ হলে নাগরিকত্ব হারা বিদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তিদেরকে বাংলাদেশে ফিরে আসার জন্য এবং নাগরিকত্ব লাভের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত পেশ করতে আহ্বান জানানো হয়। এ সময়ে মুসলিম রেনেসাঁর বীর সৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম ও নাগরিকত্ব পুনর্বহালের আবেদন জানালে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।"

www.pathagar.com

"অতঃপর ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা লাভ করলে জনাব গোলাম আযম পুনরায় নাগরিকত্ব বহালের আবেদন পেশ করায় তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অস্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করা হয়।"

"কর্তৃপক্ষের নিকট পেশকৃত জনাব গোলাম আযমের বৃদ্ধা আম্মার আবেদন এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, জনাব গোলাম আযমকে পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশে স্বল্পকালীন অবস্থানের ভিসা দেওয়া হয়েছিল, এর অর্থ সরকার তার নাগরিকত্ব পুনর্বহালে অক্ষম।"

'দাওয়াত'-এর জিজ্ঞাসা : মুজিব আমলে যাঁদের নাগরিকত্ব বহালের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর জিয়াউর রহমানের আমলে তা পুনর্বহাল করা হলো, তখন ইসলামী আন্দোলনের নেতা গোলাম আযমের আবেদন কেন মঞ্জুর হবে না? কেন এ শ্রদ্ধেয় নেতা আপন পরিবারবর্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদেশে নির্বাসিত জীবন কাটাবেন এবং অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করবেন? কেনইবা তাঁর বৃদ্ধা মাতা ও বিদগ্ধ পরিবার তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে অসহায় জীবন যাপন করবে?

"মুসলিম জননেতা জনাব গোলাম আযমের পক্ষে মিশর থেকে প্রকাশিত 'দাওয়াত' আকুল আবেদন পেশ করছে এবং বাংলাদেশ সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে যে অচিরেই জনাব গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করে তাঁকে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হোক এবং তাঁর প্রতি আরোপিত সর্ব প্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করতঃ তাঁকে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করে জনগণের খিদমতের সুযোগ দান করা হোক।"

"প্রকাশ থাকে যে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষে কোন সৌভাগ্য অর্জন ও বৈদেশিক সাহায্য-সহযোগিতা লাভের দ্বিতীয় কোন পথ নাই। আর ইসলামের দিকে ফিরে আসার অর্থ ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে কর্মরত ইসলামী আন্দোলনের নেতাদেরকে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা—সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান।"

ভারতের দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'দাওয়াত' পত্রিকা অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১) প্রসঙ্গে লেখেন :

www.pathagar.com

"বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর এক সময় মনে হয়েছিল, নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে চিরদিনের জন্য ইসলাম বিদায় নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এখানে আল্লাহ-রসূলের নাম উচ্চারণ করার কোন অবকাশ থাকবেনা।.... এমন একটি দেশ.... যেখানে ইসলামের নাম উচ্চারণ করা কার্যত অপরাধ বলে বিবেচিত ছিল, যেখানে ইসলামের পতাকাবাহীদেরকে বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছে।.... কিন্তু সময়ের বিবর্তন এক অদ্ভুত ব্যাপার। গত ২৫শে জানুয়ারী মক্কা মোয়াজ্জামায় তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের জন্য কাবা গৃহে উপস্থিত মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানরা অশ্রু সজল নয়নে আল্লার দরবারে সকলেই ছিলেন নতশীর।.... সকলের সাথে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আপাদ মস্তক থেকে নিবেদিত প্রাণ ও সমর্পিত চিত্তেরই এক অদ্ভুত অবস্থার অভিব্যক্তি ঘটেছিল।.. প্রেসিডেণ্ট জিয়াউর রহমান মক্কা সম্মেলন থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ঘোষণা করেন যে, মুসলিম বিশ্বের ঐক্য আজ একটি বাস্তব সত্য—এটা কাল্পনিক কোন কিছু নয়। ইসলামী সম্মেলনের সিদ্ধান্তের আলোকে সত্বরই বাংলাদেশে সংস্কারমূলক কাজের সূচনা করা হবে। ঠিক এসময়ই দেশের অন্যান্য ইসলামপন্থী দলসমূহের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গও বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করার দাবী জানিয়েছেন। এটা স্পষ্ট কথা যে, মক্কা সম্মেলনের সিদ্ধান্তমূলক কাজের পদক্ষেপ নেয়ার অর্থ হচ্ছে ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়া।

"... বাংলাদেশ যেসব পরিস্থিতির মোকাবেলা করে তার যাত্রা পথ অতিক্রম করে আসছে এ ক্ষেত্রেও তার যাত্রা অনেক আঁকাবাঁকা বন্ধুর পথ ধরেই শুরু করতে হবে। তবে বাংলাদেশের শাসকরা যদি চিন্তা-ভাবনা, দূরদর্শিতা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে অগ্রসর হন, তাহলে ইনশাল্লাহ এ ব্যাপারে তাঁরা খোদায়ী সাহায্য পাবেন। তাতে তাঁদের জটিলতা-বহুলাংশে হ্রাস পাবে। বাংলাদেশের শাসকরা যদি ইসলামের উন্নতি ও শ্রী বৃদ্ধির স্বার্থে নিষ্ঠা ও সৎ প্রবণতা সহকারে সকল লোকদেরও সহযোগিতা কামনা করেন, যারা সরকারের বাইরে থাকলেও বাংলাদেশে ইসলামের সেবায় বিরাট অবদান রেখে আসছেন, তাহলে এটা হবে সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ ধরনের লোকদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম নেয়া

www.pathagar.com

যায় তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক গোলাম আযম। অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের অতি জনপ্রিয় নেতা এবং ইসলামের এক মহান খাদেম। শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের পুনর্বহালের মধ্য দিয়ে তাঁর মহান পদক্ষেপের সূচনা করতে পারেন।"

বাংলাদেশী পত্র-পত্রিকায়

বাংলাদেশের সংবাদপত্র গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবীতে জোরালো সমর্থন দিয়েছে। পত্রিকার সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় কলামেও লেখা হয়েছে। সাংবাদিকরা নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবীতে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন। তবুও সরকারের জুলুম থামেনি। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব আজও সরকার পুনর্বহাল করেননি। তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতা এখনও ফিরে পাননি।

গোলাম আযমকে নিয়ে বাংলাদেশের যেসব পত্রিকায় তাঁর নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবীতে সমর্থন জানিয়ে লেখা হয়েছে তার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো :

"নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়েই আইনগতভাবে বিচার করুন" শীর্ষক বিষয়ে ১৯৮০ সালের ৮ই জুলাই সংখ্যায় 'দৈনিক ইত্তেফাক' এক উপাসম্পাদকীয়তে লিখেছে, "আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি, দেশে স্বাধীনতা বিরোধী যদি সত্যি সত্যি কেউ থেকে থাকে তবে দেশে আইন আছে, আদালত আছে। আইনকে তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিলেই রাজনীতির ক্ষেত্রে ধাপ্পাবাজী ও গলাবাজীর প্রয়োজন হবে না। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া, হবে সুস্থতর। কিন্তু সে কথা শুনবার কেউ আছে কি?"

"এই যে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নিয়ে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে যেমন, বিরোধী দলগুলিতেও তেমনি বিস্তর মতবিরোধ।"

"অধ্যাপক গোলাম আযম যে জন্মসূত্রে এতদ্দেশীয় এ সত্য অস্বীকার করবে কে? বলা হচ্ছে, তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধীতা করেছিলেন। তাই যদি হয় তবে তাঁকে তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়েই আইনগতভাবে বিচার করা হচ্ছে না কেন? বিচারও করা হবে না, নাগরিকত্বও দেয়া হবে না সাবেক আমলের এমনিতর বহু কন্ট্রাডিকশনের জের এই দেশ

www.pathagar.com

ও জাতিকে আর কতকাল পোহাতে হবে? পক্ষান্তরে সরকারী ও বিরোধী-মহলে অবস্থান করে যারা তাদের রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এ ধরনের কন্ট্রাডিকশন সযত্নে লালন করেছেন, তারাই যে আগামীতে নিজেরাই এ ধরনের কোন কন্ট্রাডিকশনের শিকারে পরিণত হবেন না সে কথা কি তারা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন? রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছুই নেই। '৭১-এর পর যে ব্যবস্থা এ দেশে চলেছে '৭৫-এর পর তা উল্টে গেছে। শুধু শাসন ব্যবস্থাই নয়, পক্ষ হয়েছে বিপক্ষ, বিপক্ষ হয়েছে পক্ষ। রাজনীতিতে এটাই নিয়ম। এটাকে মেনে নেয়া, কথায় এবং কাজে স্বীকৃতি দেয়াটাই দুনিয়ার সাধারণ রীতি।"

১৯৮০ সালের ২রা জানুয়ারী দৈনিক সংগ্রাম এক উপ-সম্পাদকীয়তে লিখেছে: "১৯৭১ সালে অধ্যাপক গোলাম আযমের ভূমিকাগত স্থান সবার শীর্ষে ছিল, না সর্বনিম্নে ছিল, না মাঝখানে ছিল কিংবা তাঁর প্রকৃত ভূমিকা কি ছিল, সে সম্পর্কে আমরা এখানে কোনই বক্তব্য রাখতে চাই না। আসলে এটা একটা ডেড ইস্যু। ডেড ইস্যু বলেই এ সংক্রান্ত আইনও বাতিল হয়ে গেছে। এ ইস্যুটিকে বাতিল করে দিয়েছে জনগণও। গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেনারেল জিয়াউর রহমানকে রাজাকার আলবদর পরিবেষ্টিত বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, তবু জনসাধারণ তাঁকেই নির্বাচিত করেছে। গত সাধারণ নির্বাচনে অনেককে রাজাকার, আলবদর ও পাকি-স্তানপন্থী বলে চিত্রিত করে সর্বাত্মক অপপ্রচার চালানো সত্ত্বেও তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন। অনেকে একাধিক সিট থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁরা কারো চেয়ে কম দেশপ্রেমের পরিচয় দিচ্ছেন না। বরং ধীরে ধীরে প্রমাণ হচ্ছে, এরাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক, কোন প্রতিবেশীর দালাল নয়। অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর জন্মভূমিতে বাস করার স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবার জন্য যা করণীয় তার সবই করেছেন। এখন নাগরিকত্ব দানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব সরকারের। সরকার হয়তো এ দায়িত্ব পালন করেছেন, কিংবা করবেন। কিন্তু জনতার সারিতে দাঁড়ানো আমাদের প্রশ্ন, অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় আনু-ষ্ঠানিকতার পর্যায় এখন যাই হোক, অধ্যাপক গোলাম আযম কি বাংলাদেশের স্বাভাবিক নাগরিক নন? একজন মানুষ যেখানে জন্মগ্রহণ করে, তাকে

www.pathagar.com

সেখানকার নাগরিকত্ব দিতে হয় না। তিনি সেখানকার স্বাভাবিক নাগরিক। তিনি যদি স্বেচ্ছায় সে দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ না করেন তাহলে তাঁর নাগরিকত্ব কোন কিছুতেই নষ্ট হয় না।

আমরা এইভাবে বলতে পারি ঃ

(১) ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দালাল আইন বাতিল হয়ে যায়। এই আইন বাতিল হবার পর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকারের নিছক 'কলাবরেশন' কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ থাকে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচারযোগ্য ও বিচারাধীন বহু মামলা বাতিল হয়ে যায়। সাজাপ্রাপ্ত বহুলোকও জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যায়। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব হরণের পিছনেও রাজনৈতিক কলাবরেশন ছাড়া অন্য কোন অভিযোগ ছিল না। সুতরাং দালাল আইন বাতিলের পর তাঁর নাগরিকত্ব হরণের দুর্বল ও অবৈধ ভিত্তিটুকুও নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তিনি দেশের নাগরিক হয়ে গেছেন।

(২) অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে আরও অনেকের নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে যারা ফিরে এসে দেশে বসবাস করার অভিলাস প্রকাশ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নাগরিকত্ব পেয়ে গেছেন। অধ্যাপক গোলাম আযমও শুরু থেকেই দেশে ফিরে আসার চেষ্টা করেছেন এবং দেশে এসেছেনও; সুতরাং সকলের মতই স্বাভাবিক নিয়মে তাঁকে নাগরিকত্ব দানের রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা হয়ে গেছে কিংবা হয়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা এখনও সম্পূর্ণ না হয়ে থাকলে তার জবাবদিহি কিংবা যার ফল বহনের দায়িত্ব অধ্যাপক গোলাম আযমের উপর বর্তে না।

(৩) যে তার জন্মভূমিকে ভালোবাসে এবং জন্মভূমিতে বাস করতে চায় তাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অমানবিক, অন্যায় এবং আন্তর্জাতিক বিধি বিরুদ্ধ। মানুষের যতগুলো মৌলিক অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিজের জন্মভূমিতে বাস করার অধিকারও তার একটি। কোন অজুহাতেই কোন মানুষেরই এ অধিকার হরণ করা যায় না। দেশের সন্তান হিসেবে স্বীয় জন্মভূমিতে বাস করবার অধিকার থেকে তাই অধ্যাপক গোলাম আযমকে বঞ্চিত রাখার অধিকার কারো নেই।

www.pathagar.com

গোলাম আযম ভীতি কেন?

সাপ্তাহিক 'জনকথা' ৬ই এপ্রিল, ১৯৮০ সংখ্যায় লিখেছে :

"বাকশালী মুখপাত্র বলে পরিচিত কয়েকটি প্রচারপত্র অধ্যাপক গোলাম আযমকে নিয়ে সম্প্রতি এক তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। তাদের প্রচার থেকে মনে হয়েছিল যে, অধ্যাপক গোলাম আযম বঙ্গভবন দখল করে করে অবস্থা! এ খবরের পাশাপাশি ঐ সংবাদপত্রগুলোতে অধ্যাপক গোলাম আযমের বহিষ্কারের দাবী জানিয়ে সংবাদ ছাপা হয়। সংবাদসমূহ পাঠ করলে কোন পাঠকেরই বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, এসব সংবাদ পরিবেশন কত উদ্দেশ্য প্রণোদিত। উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হলে সংবাদগুলো যে সংশ্লিষ্ট মহলের বেসামাল অবস্থার প্রলাপ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচার গোলাম আযমের জন্য শাপে-বর হয়েছে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের সংবাদপত্রসমূহে ব্যানার হেডিং-এ আলোচ্য বিষয় এটা গোলাম আযমের কৃতিত্বই বটে।"

"প্রশ্ন হলো গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল করা হল কেন? সম্ভবতঃ তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে ব্যর্থ এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়েই তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে অধ্যাপক গোলাম আযম যদি কোন ধ্বংসযজ্ঞ জাতীয় কাজ করে থাকেন, বিদেশ থেকে ডেকে এনে তাঁর বিচার করা যেত।"

১৯৭১ সালের পরে যারা স্বাধীনতার স্বপক্ষে ছিলেন না কিংবা পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন তারাও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বাংলাদেশের অস্তিত্ব যারা স্বীকার করে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকতে পারে না। দালাল আইন প্রত্যাহারের ফলে এদের সকলেই এখন দেশ গড়ার কাজে লিপ্ত। অনেকেই বিষয় সম্পত্তি ফিরে পেয়েছেন, কেউ কেউ পার্লামেন্টের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছেন।"

অথচ অধ্যাপক গোলাম আযম সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যাই হোক অধ্যাপক গোলাম আযম এ দেশের মাটিরই সন্তান। এ দেশের মাটি তাঁর জন্মভূমি। তাঁর চৌদ্দ পুরুষ এ মাটির সন্তান। কাজেই কলমের এক খোঁচায় তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল হতে পারে না। মাতৃভূমিতে বসবাস করা তাঁর জন্মগত অধিকার।"

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক 'মতামত' ১৮ অক্টোবর ১৯৮০ সংখ্যায় লিখেছে ঃ

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর অধ্যাপক গোলাম আযমই আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে তৎপর হন এবং ইয়াহিয়া সরকারকে যে কোন সামরিক পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে বলেন। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের পর তিনি হত্যা, লুণ্ঠন এবং অন্যান্য অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন সমাবেশে ১৯৭১ সালের ১৪ই আগস্ট কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এক সর্বদলীয় সমাবেশে তিনি বলেন, টিক্কা খান সাহেব। সৈনিকের কাজ যুদ্ধ করা, দেশ চালানো নয়। বন্দুক দিয়ে দেশ শাসন করা চলে না।"

নাগরিকত্ব দিতে বাধা কোথায় ?

সাপ্তাহিক 'রোববার' ১৯৮২ সালের ২৭শে জুলাই সংখ্যায় লিখেছে ঃ

"স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন যে, অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। মন্ত্রী বিষয়টি খুলে এভাবে বলেছেন যে, বিদেশ থেকে এসে পাসপোর্টসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নাগরিকত্বের জন্যে আবেদন করতে হয়। যদ্দিন বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন থাকবে তদ্দিন দেশে থাকা যাবে। কিন্তু এটাতো একটি অনিশ্চয়তার আশ্বাস। এভাবে ঘুরিয়ে কথা বলাটা জনগণ সরকারের কাছে আশা করে না। হয় বলতে হবে গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নে বাধা আছে এবং যদি বাধা থেকেই থাকে তবে সেটা কি তাও সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করতে হবে। নইলে বলতে হবে, তাঁর নাগরিকত্ব দেয়া যাবে না, এই—এই কারণে। সত্যি বলতে কি গোলাম আযমের নাগরিকত্বের বিষয়টি নিয়ে অনেক বেশী জ্বালা বেধেছে, বিতর্কের খই ফুটছে। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটি মস্ত কিন্তু লুকিয়ে আছে। ঠিক এমনই একটা প্রচ্ছন্ন রহস্য নিয়ে সরকার টালবাহানা করছেন। সরকার তো হামিদুল হক চৌধুরী, কাজী আবদুল কাদের, মিজানুর রহমান শেলীসহ বেশ ক'জনের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন। তো গোলাম আযমের ক্ষেত্রে কি অসুবিধাটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে যে নাগরিকত্ব দিতে দেরী হবে বা নাগরিকত্ব আদৌ দেয়া যাবে না ? আমরা বুঝতে পারলাম না স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধীতা কি গোলাম আযমই করেছিলেন যে তাঁর নাগরিকত্বের বিষয়টাই শুধু অনির্দিষ্টকালের জন্য সরকারের বিবেচনাতেই থাকবে ? এ কেমন কথা।"

www.pathagar.com

১৯৮১ সালের ৩রা মে সাপ্তাহিক 'জয়যাত্রা' 'বিতর্কিত নাগরিকত্ব নাটকের মহড়া আর কতকাল' শিরোনামে লিখেছে :

"আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশে নিত্যদিনের বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব। একটি বিশেষ মহল কিছুতেই জনাব গোলাম আযমের বাংলাদেশে উপস্থিতি এবং রাজনৈতিক তৎপরতায় তাঁর অংশগ্রহণের বিষয়টিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব এদের কাছে রাজনৈতিক এলার্জিস্বরূপ। এই বিশেষ মহলটি তাঁর বাতিলকৃত নাগরিকত্ব পুনর্বহালের সরাসরি বিরোধিতা করে আসছে গত দু'বছর ধরে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর পরই তাজুদ্দীন সরকার দালাল আইনে অভিযুক্তদের নাগরিকত্ব বাতিল করে দেন। পাক বাহিনীর সাথে যোগসাজস ও বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতার জন্য বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের প্রধানমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী মহোদয়, মুসলিম লীগ প্রধান খান, এ, সবুর, মুসলিম লীগ নেতা এম, এ, মতিন, আই. ডি. এল. প্রধান মাওলানা আবদুর রহীম, কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রধান জনাব সোলায়মান সহ আজকের অনেক সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী কারাবরণ করেন। জান রক্ষার্থে অনেকে সেদিন স্বেচ্ছায় বিদেশ পাড়ি জমান। কেউবা অধ্যাপক গোলাম আযমের মতো অবস্থাজনিত কারণে বিদেশে আটকা পড়েন। স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে সিংহ হৃদয়ের অধিকারী বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত নেতা তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান জনাব শেখ মুজিবুর রহমান মানবিক কারণে এবং জাতীয় সংহতির স্বার্থে এক বিশেষ অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে দালাল আইন বাতিল করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। উক্ত ঘোষণার পর পরই সকল যুদ্ধ অপরাধ ও স্বাধীনতা বিরোধীরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকের পুনঃ মর্যাদা লাভে সমর্থ হন। একমাত্র অধ্যাপক গোলাম আযম ব্যতিত দালালীর অভিযোগে অভিযুক্তদের সকলে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরে পেয়েছেন। জনাব গোলাম আযম দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থানের জন্য যথাসময়ে এ বিষয়ে সাড়া দিতে পারেননি। ফলে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের নাগরিকত্বের প্রশ্নটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নথিতে অমীমাংসিত অবস্থায় থাকে। স্বাধীনতার সুদীর্ঘ দশ বছর পর এই নগণ্য বিষয়টিকে

www.pathagar.com

কেন্দ্র করে একটি বিশেষ রাজনৈতিক মহল ইদানীং অশালীন ও অর্বাচীন উক্তি করে চলছেন। এটাকে এরা রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। এককভাবে সবাই জনাব গোলাম আযমের নাগরিকত্বের বিষয়টির বিরোধীতা করছেন তা নয়। বেশীর ভাগ সচেতন দেশপ্রেমিক নাগরিক জনাব গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদানের স্বপক্ষে। তাদের মতে কারো জন্মগত অধিকার নাগরিকত্ব বাতিলের অধিকার কোন সরকারের নেই। যদি কেউ অপরাধ করেন, তাহলে দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক তার বিচার হতে পারে। তাই বলে কারো নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া যায় না। তাজউদ্দীন সরকার হিংসার বশবর্তী হয়ে নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে যে ভুল করেছেন তা দুনিয়ার বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের হতবাক করেছে। ইতিহাস বলে চীন বিপ্লবের পর বিপ্লব বিরোধীদের অনেকের বিচার হয়েছে, অনেককে সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। তাই বলে কারো নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয়নি। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগ কালে কামিনী রায়, ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী প্রমুখ পাকিস্তানের বিরোধীতা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এসব রাজনীতিবিদ পাকিস্তানের মন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান বিরোধীতার জন্য এঁদের কারো নাগরিকত্ব সেদিন বাতিল করা হয়নি। একথা কে অস্বীকার করবেন যে, ১৯৭১-এর স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার জন্য অধ্যাপক গোলাম আযম, সবুর খান এবং শাহ আজিজুর সাহেবদের যতটুকু দায়ী মনে হয় ঠিক আজকের দিনে দিল্লীর মেহমান সেজে দিল্লীশ্বরীর মদদে পুষ্ট কাদের সিদ্দিকী গংদের বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। কিন্তু এ সরকার তো সিদ্দিকী সাহেবের নাগরিকত্ব কেড়ে নিচ্ছেন না। নাগরিকত্ব বাতিল ও ঘোষণা করছেন না। নাগরিকত্ব বাতিলের এই হিংসাত্মক পদক্ষেপ রাজনীতির অভিধানে নেহায়েত আনাড়িপনা এবং দুর্বল আত্মার পরিচয়।

একটা প্রশ্ন থেকে যায়—হাজার হাজার যুদ্ধ অপরাধী এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের কারো প্রতি ঐ বিশেষ মহলটির কোন বিদ্বেষ বা মাথা ব্যথা নেই অযথা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবেকে নিয়ে এত নর্তন কুর্দন কেন? মনে হয় একটা যুদ্ধংদেহী মনোভাব এদের সবাইর। রাজনৈতিক

www.pathagar.com

প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা তথা উৎখাত করার হীন মনোবৃত্তি দুনিয়ার ইতিহাসে ইতিপূর্বে এমন উলঙ্গভাবে অন্য কোথাও প্রকাশ পায়নি। মণিষী ভলটিয়ারের ভাষায়—"আমি তোমার মতের সাথে একমত না হতে পারি, কিন্তু তোমার মত প্রতিষ্ঠার জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।" এই সহনশীলতাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের রাজনীতি জনগণ কর্তৃক বর্জন কিংবা গ্রহণ তা নিতান্তই জনগণের এখতিয়ার। দেশে একটি সরকার থাকতে বিশেষ মহলটির এ বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু আছে বলে আমাদের জানা নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব এস, এম, মোস্তাফিজুর রহমান গত ২২শে মার্চ এক সাক্ষাৎকারে 'জয়যাত্রা' প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন যে, জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রমাণ এই সরকারের হাতে নেই। কারো জন্মগত অধিকার নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া যায় না বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য সঠিক হলে সরকারের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা কোন্ আইনের বলে বা কোন্ পরাশক্তির চাপে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের নাগরিকত্ব দেয়া হচ্ছে না? শেখ মুজিব সরকার কর্তৃক দালাল আইন বাতিলের এই দীর্ঘ সময় পর এই বিষয়টি নূতন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো কেন? স্বাধীনতার দশ বছর পর কাকে আড়াল করার জন্য নাগরিকত্ব নাটকের এই হীন মহড়া শুরু? যতটুকু জানি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান কর্ণেল নুরুজ্জামান সাহেব একজন দায়িত্বশীল লোক। দেশের সরকার, সংসদ ও প্রচলিত আইনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু যখন তাঁর মুখ থেকেও প্রকাশ্য 'গণ-আদালত' ঘোষণার কথা শুনি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়াই স্বাভাবিক।

"প্রশ্ন জাগে—আমরা বিংশ শতাব্দীতে কোথায় আছি? কর্ণেল নুরুজ্জামানের ঘোষণা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, দেশে জিয়া সরকারের চেয়ে শক্তিশালী আরেকটা প্যারালাল সরকার চলছে। এই নাগরিকত্ব নাটকের মহড়ার মাধ্যমে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করার পাঁয়তারা চলছে, প্রতিহিংসার বিষদগার ছড়িয়ে যখন দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলা দেয়া হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে সরকারের নীরবতা কিংবা নিস্পৃহতা সন্দেহের কারণ নিঃসন্দেহে। দেশে আইনের শাসন চালু থাকলে যে-কেউ নিজের ইচ্ছামতো বা সুবিধামতো

www.pathagar.com

আইন হাতে তুলে নেয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারতেন না। এভাবে একটা এলোপাথারী ও হঠকারী সন্ত্রাসের ঘোষণা দিয়ে একটা বৈধ সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শনের শক্তি কোথা থেকে আসে? দেশের ভিতর বা বাহিরের কোন শক্তি এদের মদদ দিচ্ছে সেটাই আজকে ভাববার বিষয়। রংপুর মসজিদে পবিত্র কোরআন শরীফ জ্বালিয়ে দেয়া, সিলেটে মহানবী (সঃ) সম্পর্কে অপপ্রচার, ঢাকায় ম্যাজিস্ট্রেট প্রহার, বগুড়ায় মুক্তি যোদ্ধাদের অফিসে হামলা, বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক হত্যা, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বিভক্তি ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য, প্রভৃতি কোনটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জনবিভক্তি এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটিয়ে যেন আরেকটা সামরিক শাসন কিংবা বাহিরের শত্রুদের অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেয়ার জন্যই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা মোতাবেক এহেন হিংসাত্মক তৎপরতা চলছে। জাতীয় স্বাধীনতা, স্বার্বভৌমত্ব ও জাতীয় সংহতির স্বার্থে এই বিশেষ মহলটির তৎপরতা সম্পর্কে জনগণকে সজাগ থাকতে হবে। সরকারের উচিত জাতীয় স্বার্থে যথাশীঘ্র এই বিতর্কিত নাগরিকত্ব নাটকের যবনিকাপাত ঘটানো।"

নাগরিকত্বের দাবীতে বুদ্ধিজীবী মহল

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবীতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক নাগরিকত্ব প্রশ্নে বিভিন্ন সময় তাদের সাক্ষাৎকার পত্রিকায় বের হয়েছে।

পাকিস্তান সরকারের সাবেক মুখ্য মন্ত্রী, জাতীয় লীগের প্রাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী, এরশাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান বলেন:

"গোলাম আযমের মাতৃভূমি এই দেশ। তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া উচিত। সত্যিকারে কোন রেগুল্যাটরী ল' দিয়ে জন্মগত অধিকার বা ন্যাচারাল ল' এবং জাস্টিস বাতিল করা যায় না।" আতাউর রহমান খান সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আরো বলেন, "একবার কথা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব আমাকে বলেছিলেন, গোলাম আযমকে কখনো এ দেশে আসতে দেয়া হবে না।" আমি তখন বললাম, আসতে দিবেন না এ কথা বলছেন কেন? ফিরে আসুক প্রয়োজন হলে বিচার করুন।"

www.pathagar.com

জিয়া সরকারের প্রধানমন্ত্রী বি, এন, পির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান রাজনৈতিক নেতা শাহ আজিজুর রহমান বলেন:

"গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ রয়েছে তার বিচারের মতো আইন দেশে নেই।"

সাবেক প্রেসিডেন্ট, ডেমোক্রেটিক লীগ প্রধান জননেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ বলেন:

"গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নেই কে বললো? তিনি তো বহাল তবিয়তেই এ দেশে বসবাস করছেন। বিভিন্ন তৎপরতায় অংশ নিচ্ছেন। পার্টির কাজ চালাচ্ছেন। তারপরও কি বলা চলে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নেই? কোন বিদেশী পাসপোর্টধারী নাগরিক কি এমন তৎপরতায় লিপ্ত হতে পারে? সরকার-তো কতজনকেই দেশ থেকে বের করে দিচ্ছেন। কই গোলাম আযমকে তো বের করে দিচ্ছেন না। অন্যভাবে বলা যায়, তাঁকে বের করে দিতে পারছেন না। সে ক্ষমতা সরকারের নেই।

সরকার ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তেই কাগজে কলমে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে পারে। এত গড়িমসির দরকার হয় না। আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন সময় অনেকের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আইনগত বিধিনিষেধ বা জটিলতা কি? গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তো এ পর্যন্ত কোন কোর্টে প্রমাণিত হয়নি।"

জিয়া সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ, এস, এম, মোস্তাফিজুর রহমান বলেন:

"অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রমাণ এই সরকারের হাতে নেই। আসলে কারো জন্মগত অধিকার নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া যায় না।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য ডেমোক্রেটিক লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, এরশাদ সরকারের শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন:

"অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নটি অবান্তর। গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক না হলে দীর্ঘদিন তিনি এখানে কি করে আছেন। গোলাম আযম এদেশেরই সন্তান, কেউ অপরাধ করলে দেশের প্রচলিত আইনে

www.pathagar.com

তার বিচার হতে পারে—তাই বলে কারো নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয়া যায় না। সর্বোপরি বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব কর্তৃক আইন বাতিলের পরও যুদ্ধ অপরাধীদের ক্ষমা করার দীর্ঘ দশ বছর পর বিষয়টি নূতন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। এর জন্য জিয়া সরকারই দায়ী।"

বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেত্রী, ফারাক্কা ও সীমান্ত হামলা প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়িকা ও জাতীয় দলের সভানেত্রী মিসেস আমেনা বেগম বলেন:

"নাগরিকত্বের অধিকারকে আমি জন্মগত অধিকার বলে মনে করি। আমি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছি আমি সে দেশের নাগরিক। কোন আইন দ্বারা আমার সে অধিকার বাতিল করা যায় বলে আমি মনে করি না। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যদি কেউ অপরাধ করে তবে দেশের স্বাভাবিক আইনের মাধ্যমেই তার সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে। জন্মগত অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না।

গোলাম আযম সাহেব এ দেশেই জন্মেছেন, এটাই তাঁর মাতৃভূমি এটা মিথ্যা নয়। ১৯৭১ সালে তাঁর ভূমিকা নিয়ে বিচার করলে এ দেশের নাগরিক হিসেবেই তার বিচার হতে পারে। তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই। আদর্শগতভাবে তো নয়ই। ব্যক্তিগতভাবেও নয়। তিনি একদল করেন, আমি অন্য দল করি তাই বলে তিনি আমার শত্রু নন।"

বামপন্থী রাজনীতির অন্যতম নেতা বাংলাদেশ সাম্যবাদী দলের চেয়ারম্যান, শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি সাপ্তাহিক গণশক্তির সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা বলেন:

"গোলাম আযম জন্মগতভাবে এ দেশের নাগরিক। তাঁর অপরাধ থাকলে বিচার হচ্ছে না কেন? তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া উচিত। এটা তাঁর জন্মগত অধিকার, এ অধিকার কেড়ে নেয়া যায় না।

গোলাম আযমের রাজনীতির একটি "ইন্টারন্যাশনাল ফিচার' আছে। হয়তো সে জন্য সরকার এটাকে একটা 'পলিটিক্যাল বারগেনিং'-এর সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করছেন।"

পাকিস্তান আমলের প্রাদেশিক মন্ত্রী, প্রাক্তন সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের (সবুর) সেক্রেটারী জেনারেল জনাব কাজী আবদুল কাদের বলেন:

"নাগরিকত্বের বিষয়টি একটি জন্মগত অধিকারের প্রশ্ন। আমার জন্ম-ভূমিতে আমি নাগরিক কিনা—এটা সরকার বলে দিতে হবে বা আইন দ্বারা

www.pathagar.com

স্বীকৃতি দিতে হবে বলে আমি মনে করি না। এ অধিকার বাতিল করা মানে একটি চিরন্তন জন্মগত অধিকারকে অস্বীকার করা।

গোলাম আযমের নাগরিকত্বের ব্যাপারটি নিয়ে আমিও চেষ্টা তদবীর করেছি। অবিলম্বে গোলাম আযমের জন্মগত অধিকার ফিরিয়ে দেয়া উচিত।"

বাংলা ফেডারেশনের সভাপতি জিয়া সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমদ বলেন:

"অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদানের প্রশ্নে সরাসরি বক্তব্য রাখা কঠিন এ কারণে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের ভূমিকার জন্য তিনি জনগণ কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিলেন একথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে তাঁর অবস্থানের প্রেক্ষিত ও ভিত্তি সম্পর্কে আমাদের সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা নেই। এ সম্পর্কে সরকারের ভূমিকাও সম্পূর্ণ রহস্যজনক। বাংলাদেশের নাগরিক না হয়ে কিভাবে তিনি সংবাদপত্রে রাজনৈতিক বিবৃতি দিচ্ছেন এবং কিভাবে তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন তা আমাদের বোধ-গম্য নয়। তবে আমরা মনে করি, নাগরিকত্ব যে কোন মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা কতটুকু সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত তা গভীরভাবে চিন্তা না করে শুধু ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হওয়া সঠিক নাও হতে পারে। আমরা মনে করি যে, অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে দেশের আইন অনুযায়ী তার বিচার ও কঠোর শাস্তি বিধান করা যেতে পারে। সুতরাং নাগরিকত্ব বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে বরং মূল বিষয়টিকেও পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা তাও গভীর-ভাবে ভেবে দেখা দরকার।"

জিয়া সরকারের রেল যোগাযোগ ও সিনিয়র মন্ত্রী, বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা মরহুম মশিয়ুর রহমান (যাদু মিয়া) এক কূটনৈতিক ভোজ সভায় ঠাট্টা করে অধ্যাপক গোলাম আযমকে বলেছিলেন, "ভাই আপনি তো বিদেশে আরামেই ছিলেন। এখানে থাকলে আমাদের মত ঠেলাটা বুঝতেন।" উত্তরে গোলাম আযম স্বভাব সুলভ হাসি হেসে বলেছিলেন, "এ জন্যই বোধ হয় আমাকে নাগরিকত্ব না দিয়ে আপনারা আবার আরামে থাকার জন্যে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে চান।" মশিয়ুর রহমান বলেছিলেন, "কয়েকদিন অপেক্ষা করুন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টর কমাণ্ডার, খ্যাতিমান মুক্তিযোদ্ধা জনাব মেজর (অবঃ) জয়নুল আবেদীন খান বলেন:

"নাগরিকত্বকে আমি জন্মগত অধিকার বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। যে দেশের মাটিতে আমার জন্মের পর মায়ের গর্ভের 'ফুল' মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, সে দেশের আমি নাগরিক এ এক চিরন্তন সত্য।

খাওয়া, পরা, চিকিৎসা, শিক্ষা মানুষের এ বাঁচার মৌলিক অধিকারগুলিকে যেমনি কেড়ে নেয়া যায় না, তেমনি জন্মগত নাগরিকত্বের যে অধিকার তাও বাতিল বা কেড়ে নেয়া যায় না।

শুধু অধ্যাপক গোলাম আযমই নন। তাওয়াব, রশীদ, ফারুক, হাসিনা, রেহানা এবং আরো যে সব বাংলাদেশী নাগরিককে কেবল মাত্র ব্যক্তি এবং কোটারী স্বার্থগত কারণে বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের অধিকার হতে বঞ্চিত রাখা হয়েছে তাঁদেরকে তাঁদের অধিকার প্রদান করার জন্য আমি সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাই। অন্যায় যদি কারো থাকে তার বিচার করা হউক, তার জন্য আদালত রয়েছে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক 'বাংলাদেশ টাইমস' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক জনাব আনোয়ার জাহিদ বলেন:

"অভিযোগ যতই গুরুতর হউক না কেন, কোনক্রমেই নাগরিকত্বের জন্মগত অধিকারকে কেড়ে নেয়া যায় না। গোলাম আযম যদি গুরুতর অপরাধ করে থাকে দেশের প্রচলিত আইনে বিচার করে তাকে চরম শাস্তি এমন কি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা না করে কারো নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়ে সংসদে ও ক্ষমতাসীন দলে অবাধে বিচরণ করতে দেয়া হবে, আর কারো নাগরিকত্ব অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঝুলিয়ে রাখা হবে, কোন সুস্থ সমাজে এমনি ধরনের আইনের 'ডাবল স্ট্যাণ্ডার্ড' চলতে পারে না। ১৯৭১-এর ভূমিকার জন্য নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া গেলে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের পর যারা আমাদের শত্রু রাষ্ট্র ভারতে পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তাদের নাগরিকত্ব আজো বাতিল করা হচ্ছে না কেন? আইনের স্বাভাবিক গতিতে সর্বত্রই সমান হওয়া উচিত। অথচ এ ক্ষেত্রেও আইনের 'ডাবল স্ট্যাণ্ডার্ড রক্ষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়। শত্রুরাষ্ট্র ভারত থেকে তাঁদেরকে এনে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি, বাসস-এর বিশেষ সংবাদদাতা, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন :

"অধ্যাপক গোলাম আযমের সঙ্গে অন্য যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল তাদের প্রায় সবাইকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়। তাদের কেউ কেউ এখন সংসদ সদস্য। নাগরিকত্ব ফিরে পেয়েছে এমন একজন বি, এন, পির জাতীয় কমিটিতেও রয়েছেন। তাহলে গোলাম আযমের বেলায় ব্যতিক্রম হ'বে কেন? গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নটি নিয়ে সরকার পলিটিক্যাল ব্ল্যাকমেইল করছেন। আইনের দুই ধরনের প্রয়োগ তো হতে পারে না। আইন সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোয্য। সরকার বা প্রশাসনের ইচ্ছামত আইন প্রয়োগ হলে সুবিচার আশা করা যায় না। I condmn and hate it. Supremacy of judiciary-এর কোন বিকল্প নেই। প্লেটো বলেছেন—'যে সমাজে আইনের শাসন এবং ন্যায় বিচার নেই সে সমাজ স্বাধীন থাকে না।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি, প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন :

"সরকার রাজনৈতিকভাবে এক্সপ্লয়েট করার জন্য গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নটিকে ঝুলিয়ে রেখেছে। নইলে অন্য সবার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া হলেও গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে না কেন?

নাগরিকত্ব জন্মগত অধিকার। জন্মভূমিতে বসবাস করার অধিকার সবার রয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কারো জন্মগত অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় বলে আমি মনে করি না। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যদি কেউ কাজ করে, তবে রাষ্ট্রের আইনে তার বিচার করা যেতে পারে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতই এই প্রশ্নে রায় দিতে পারেন অন্য কেউ নন। গোলাম আযম সাহেবের নাগরিকত্বের প্রশ্নটি নিয়ে ক্ষমতাসীনরা অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করছেন।

রাজনৈতিকভাবে আমি হয়তো গোলাম আযম সাহেবের সাথে একমত নই। এটাই গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে তাঁর মৌলিক বা নাগরিক অধিকার খর্ব হতে দেখলে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমি নিশ্চুপ থাকতে পারি না। গোলাম আযমের স্থলে অন্য কেউ এ পরিস্থিতিতে পড়লেও আমি অনুরূপ দাবী জানাতাম।"

www.pathagar.com

অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর নাগরিকত্ব সম্পর্কে নিজেই বলেন:

"রিপ্যান্ট করার কোন কাজ তো আমি করিনি। রিপ্যান্ট করবো কেন? আমি সব সময় আদর্শ ও জনগণের স্বপক্ষে কাজ করেছি। ৪৮ আর ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমি প্রত্যক্ষ-ভাবে অংশ নিয়েছি। কারাবরণ করেছি। আমার কাজে কোন গোঁজামিল নেই। আমার বিরুদ্ধে কথিত অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। যারা অভিযোগ উত্থাপন করেছে প্রমাণ করাও তাদেরই দায়িত্ব। যে সরকার অন্যায়ভাবে আমার নাগ-রিকত্ব কেড়ে নিয়েছে, সে সরকার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেবে এটা আমি কি করে বিশ্বাস করবো? আমি এ দেশে জন্মেছি এবং এদেশেই থাকবো।

আমি তো নূতন করে নাগরিকত্ব চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি আমার জন্মগত নাগরিকত্ব পুনর্বহাল হউক। অতীতের সরকার অন্যায় আদেশের মাধ্যমে আমার জন্মগত অধিকার কেড়ে নিয়েছে। আমি সেই অন্যায় আদেশের অবসান চাই। আর সেজন্যই আইনগত দিক পূরণের উদ্দেশ্যে আমার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিদেশে থেকেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং দেশের প্রেসিডেন্টের কাছে বার বার দরখাস্ত পাঠিয়েছি। দেশে এসে পুনরায় যথানিয়মে দরখাস্ত দিয়েছি। তা না হলে আমি যে নাগরিকত্ব ফিরে পাবার জন্য গভীরভাবে আগ্রহী তা প্রমাণিত হতো না। বরং একটা অজুহাত হয়ে দাঁড়াতো যে, আমি নাগরিকত্ব ফিরে পেতে ইচ্ছুক নই।

বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলো, তখন আমি স্বাধীন বাংলাদেশকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ হওয়ার পর আমার কোন আচরণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। ৭১-এর ভূমিকা নিয়ে আমাকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে গালি দেয়া অযৌক্তিক এবং নিরর্থক।

১৯৭১-এ আমার যে ভূমিকা ছিল তা আমার একার ছিল না। ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সব কটি দল এবং ইসলামপন্থী লোকেরা এই ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হলেও বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তারাই সবচেয়ে বেশী নিষ্ঠাবান। আর ইসলামী আদর্শই হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় রক্ষাকবজ।

আমি আরো কিছু সময় অপেক্ষা করে দেখব যদি অনুভব করি যে, দেশ ও জাতির খেদমতে ময়দানে না নামাতে জাতির অত্যন্ত ক্ষতি হবে, তখন আমি

www.pathagar.com

কোন কিছুর পরোয়া করতে পারবো না। কারণ দেশ ও জাতির স্বার্থের চেয়ে আমার ব্যক্তিস্বার্থ বড় হতে পারে না। জানিনা আমার নিজের বংশধরদেরকে আমি কি অবস্থায় ছেড়ে যাবো দুনিয়াতে। সেজন্য আমি একটা কথা স্পষ্ট বলতে চাই যে, আমি সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে যেতে চাই না বলেই চুপ করে আছি। দেশে কোন বিশৃংখলা হোক আমি চাই না এবং নীতিগতভাবে আমি অগণতান্ত্রিক পথে কোন সরকারকে উৎখাতের অত্যন্ত বিরোধী। সে জন্য আমি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাই না যার ফলে দেশে কোন রাজনৈতিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এরও একটা সীমা আছে। যদি দেখতে পাই এমন অবস্থা হয়েছে যে ময়দানে না নামাটা জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে এবং আল্লাহ্ আমাকে যেটুকু জ্ঞান ও যোগ্যতা দিয়েছেন তা কাজে না লাগালে জাতির ক্ষতি হবে তখন আমার পক্ষে এভাবে ঘরে বসে তামাসা দেখা সম্ভব হবে না।"

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের পক্ষে এ যাবত যে সব শ্লোগান তোলা হয়েছে তা হলো :

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব—ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও
দিতে হবে দিতে হবে—গোলাম আযমের নাগরিকত্ব
ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও—গোলাম আযমের নাগরিকত্ব
গোলাম আযমের নাগরিকত্ব হরণ আদেশ—বাতিল কর বাতিল কর।
পেন্টাগণের আতঙ্ক—গোলাম আযম, গোলাম আযম
রুশ-ভারতের আতঙ্ক—গোলাম আযম, গোলাম আযম
গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলা—চলবে না চলবে না
নাগরিকত্ব না দিলে—সারা বাংলায় আগুন জ্বলবে
গোলাম আযমের চিন্তাধারা—বিশ্বকে দিচ্ছে নাড়া
জননেতা গোলাম আযম—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
গোলাম আযমের পরিচয়—দেশবাসীর দরজায়
সরকারের ভয়ের কারণ—গোলাম আযম, গোলাম আযম
আদর্শের সংগ্রাম যার—গোলাম আযম ছাড়া আবার কার
সরকার যার নামে আতঙ্কিত—গোলাম আযম, গোলাম আযম

www.pathagar.com

দেশের সংবাদ শিরোনামে গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে বাংলাদেশের দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার কতিপয় সংবাদ শিরোনাম :

ঢাকায় গোলাম আযমের রহস্যময় উপস্থিতি, সাপ্তাহিক দেশবাণী, ২৩শে জুলাই, ১৯৭৮।

গোলাম আযম—কাজী কাদের গংরা মাঠে নামছেন, সাপ্তাহিক অগ্নিবীণা, ২৩শে জুলাই, ১৯৭৮।

অধ্যাপক গোলাম আযম, সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক জনমুক্তি, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯।

রক্তলোলুপ আল-বদরদের প্রাদুর্ভাব দেশবাসী সাবধান, সাপ্তাহিক অগ্নিবীণা, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭৯।

ডানপন্থীদের ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র, সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী, ২৮শে অক্টোবর, ১৯৭৯।

আই ডি এল বনাম জামায়াতে ইসলামী নেপথ্যের মূল নায়ক কে? সাপ্তাহিক সন্ধানী, ২৮শে অক্টোবর, ১৯৭৯।

পাকিস্তানের নাগরিক গোলাম আযমের বাংলাদেশে রাজনৈতিক তৎপরতা, সাপ্তাহিক একতা। ১০ই আগস্ট, ১৯৭৯।

গোলাম আযমের ক্ষমতা দখলের ব্লুপ্রিন্ট, সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী, অক্টোবর, ১৯৭৯।

গোলাম আযমের সীমাহীন ঔদ্ধত্য, বহিষ্কার দাবী—সাপ্তাহিক সত্যকথা, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৮০।

অশুভ চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানোর এই সময়, সাপ্তাহিক সন্ধানী, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০।

বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধের নীল নক্সা, সাপ্তাহিক সত্যকথা, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮০।

চাঞ্চল্যকর সৌদী ষড়যন্ত্র : নায়করা ঢাকায়, সাপ্তাহিক খবর, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৮০।

জিয়া-গোলাম আযম বৈঠক, সাপ্তাহিক খবর, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব, সাপ্তাহিক রোববার, ২৭শে জুলাই, ১৯৮০।

www.pathagar.com

বিকল্প ভাষণ: গোলাম আযম, দৈনিক সংবাদ, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০।

গোলাম আযমের কীর্তি, দৈনিক সংবাদ, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০।

গোলাম আযমকে জামাই আদর করার অভিশাপ, সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী, ২রা মার্চ, ১৯৮০।

জিয়া-আযম-সবুর হুঁশিয়ার সাবধান, সাপ্তাহিক প্রতিরোধ, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০।

অবশেষে গোলাম আযম নাগরিকত্ব পেল, সাপ্তাহিক খবর, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮০।

গোলাম আযম ভারতীয় এজেন্ট: মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করার পরিকল্পনা, সাপ্তাহিক সত্যকথা, ১৮ই জুলাই, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নেতৃত্বে নয়া নরঘাতক বাহিনী, সাপ্তাহিক সত্যকথা, ১৪ই মার্চ, ১৯৮০।

গোলাম আযম ভীতি কেন? সাপ্তাহিক জনকথা, ৫ই এপ্রিল ১৯৮০।

নাগরিকত্ব কি জন্মগত অধিকার? মাসিক ঢাকা ডাইজেস্ট, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮০।

গোলাম আযমের গুণ্ডা বাহিনীর সশস্ত্র হামলায় ৩৭ জন মুক্তি যোদ্ধা আহত, সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৮০।

দালালীর শাস্তি: পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমের উপর বিক্ষুব্ধ জনতার হামলা, সাপ্তাহিক নয়াবার্তা, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৮০।

মাহমুদ আলীর বিশেষ দূত: গোপন গেরিলা এবং গোলাম আযম, সাপ্তাহিক সত্যকথা, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮০।

গোলাম আযমকে বিতাড়নের দাবীতে মুক্তি যোদ্ধা সম্মেলন, সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৮০।

লণ্ডনে সবুর-মোশতাক-গোলাম আযম, সাপ্তাহিক খবর, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮০।

মার্কিন-চীন-সৌদী মদদপুষ্ট মোশতাক ও গোলাম আযমের বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার চক্রান্ত, সাপ্তাহিক খবর, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮০।

গোলাম আযম বহিষ্কৃত, সাপ্তাহিক দেশবাণী, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮০।

গোলাম আযমের গোপন বৈঠক, সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

www.pathagar.com

ধানের শীষ নিয়ে গোলাম আযম নৌকায়, সাপ্তাহিক সাংবাদিক, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৮১।

হত্যার নায়ক অধ্যাপক গোলাম আযম, সাপ্তাহিক দেশ আমার, ৫ই জুন, ১৯৮১।

গোলাম আযম ও জামায়াতের রাজনীতি, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৮১।

জামায়াত—বি, এন, পি গোপন চুক্তি, সাপ্তাহিক খবর, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

জামায়াতে ইসলামীর 'ইসলামী বিপ্লব' কেন? কি তাদের লক্ষ্য, সাপ্তাহিক সন্ধানী, ৮ই মার্চ, ১৯৮১।

জামায়াত ও জিলানী মুক্তিযোদ্ধাদের চরম পত্র, সাপ্তাহিক সন্ধানী, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৮১।

গোলাম আযম বিদেশে পালাচ্ছে, সাপ্তাহিক খবর, ১১ই মে, ১৯৮১।

একাত্তরের দালাল গোলাম আযমের নাগরিকত্বের জন্য আগস্টে জেহাদ ঘোষণা, সাপ্তাহিক পরিক্রমা, ১০ই মে, ১৯৮১।

১৯৭১-এর দালালরা শহীদদের নিয়ে ব্যবসায় নামছে, সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮১।

পাকিস্তানী 'কুকুর' অবশেষে, সাপ্তাহিক দেশবাণী, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮১।

বেচারা গোলাম আযম! সাপ্তাহিক প্রবাসী, খুলনা, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮১।

গোলাম আযম নাগরিকত্ব পেয়েছেন, সাপ্তাহিক নয়াযুগ, ২৯শে-নভেম্বর, ১৯৮১।

গোলাম আযম-সাত্তার-সবুর আঁতাত সাপ্তাহিক রাজনীতি, ৬ই নভেম্বর, ১৯৮১!

গোলাম আযম উধাও, সাপ্তাহিক রাজনীতি, ১২ই জুন, ১৯৮১।

জামায়াত—বি. এন. পি আঁতাত: গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেয়ার পাঁয়তারা চলছে, দৈনিক সংবাদ, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৮১।

গোলাম আযমকে নির্বাচনের আগেই শাহ আজিজ নাগরিকত্ব দিচ্ছেন, সাপ্তাহিক পরিক্রমা, ৩রা জুলাই, ১৯৮১।

গোলাম আযমের গুপ্ত পরিকল্পনা, সাপ্তাহিক খবর, ২৩শে আগস্ট, ১৯৮১।

গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেয়া হচ্ছে, সাপ্তাহিক সত্যকথা, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৮১।

www.pathagar.com

কনফেডারেশন প্রস্তাব নিয়ে পাক মন্ত্রীদের বাংলাদেশ সফর : শাহ আজিজের ভূমিকা রহস্যজনক : গোলাম আযম, মাওলানা রহীম, কাজী কাদের প্রমুখের বিশেষ তৎপরতা : ঢাকায় পাকিস্তানী গোয়েন্দা দল, সাপ্তাহিক খবর, ৫ই জুলাই, ১৯৮১।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন : গোলাম আযমের নাগরিকত্ব : রাজনৈতিক দলের তোড়-জোড়, সাপ্তাহিক জন্মভূমি, খুলনা, ২১শে জুন, ১৯৮১।

বাংলার বুকে 'আল-নাজাত বাহিনী গঠন : গোলাম আযম সর্বাধিনায়ক : চার লক্ষ রিজার্ভ ফোর্স, সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী, ১০ই মে, ১৯৮১।

ব্যক্তি বিশেষের নাগরিকত্বের জন্য চাপ আসতে পারে : সাত্তারের রহস্যময় সৌদি-সফর, সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৮১।

হাফেজ্জী-গোলাম আযম কামড়াকামড়ি, সাপ্তাহিক খবর, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮২।

শত্রু-মিত্রের রাজনীতি, সাপ্তাহিক সন্ধানী, ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২।

আলবদর গোষ্ঠীর গোপন চক্রান্ত, সাপ্তাহিক খবর, ৩রা জানুয়ারী, ১৯৮২।

স্বাধীনতা বিরোধীদের যৌথ প্রোগ্রাম, সাপ্তাহিক খবর, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৮২।

জামায়াত পন্থীদের মতলবটা কি? সাপ্তাহিক খবর, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৮২।

প্রফেসর গোলাম আযম এখন কি করছেন! সাপ্তাহিক আজকাল, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৮২।

জামায়াত নেতাদের গোপন তৎপরতা, সাপ্তাহিক খবর, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৮২।

চক্রান্ত শুরু, সাপ্তাহিক দেশবাণী, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮২।

গুলশানের একটি দূতাবাসে ইসলামপন্থী কয়েকটি সংগঠনের দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা বৈঠক : দূতাবাসে এ কিসের তৎপরতা? সাপ্তাহিক আজকাল, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২।

গোলাম আযমের রহস্যজনক গতিবিধি, সাপ্তাহিক খবর, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২।

গৃহযুদ্ধের আলামত শুরু, জামায়াতের গোপন মিলিশিয়া, সাপ্তাহিক খবর, ২১শে মার্চ, ১৯৮২।

বাতিল নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার আইন হচ্ছে, সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৮২।

www.pathagar.com

মোশতাক-গোলাম আযম মাতোয়ারা, সাপ্তাহিক খবর, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩।

গোলাম আযমের ফাঁসি দাবী, সাপ্তাহিক খবর, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৩।

পাকিস্তানের পক্ষে গোলাম আযমের ওকালতি, সাপ্তাহিক খবর, ১৮ই মার্চ, ১৯৮৩।

গোলাম আযম নাগরিকত্ব পাচ্ছেন, সাপ্তাহিক জনতার ডাক, ৬ই অক্টোবর, ১৯৮৩।

গোলাম আযমের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ, সাপ্তাহিক জনকথা, ৮ই অক্টোবর, ১৯৮৩।

গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিষ্কার, সাপ্তাহিক খবর, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৮৩।

গোলাম আযমের মুখোশ খুলে যাবে এবার, সাপ্তাহিক খবর, ৭ই অক্টোবর, ১৯৮৩।

ইসলামী দলগুলোর ঐক্যের সম্ভাবনা কম, সাপ্তাহিক একতা, ৬ই মে, ১৯৮৩।

গোলামের কবলে হাফেজ্জী, সাপ্তাহিক সাংবাদিক, ১২ই মে, ১৯৮৩।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পাঁয়তারা, সাপ্তাহিক খবর, ৮ই এপ্রিল, ১৯৮৩।

গোলাম আযমের ক্ষমতার উৎস কি? সাপ্তাহিক খবর, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৮৩।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, উপ-সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক একতা, ২১শে অক্টোবর, ১৯৮৩।

জামায়াতের পুনরুত্থান: পাকিস্তানের এই নাগরিক সম্পর্কে নেতারা কি ভাবছেন? সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮৪।

আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকা কত বিচিত্র ধরনের খবর ছেপে থাকে। একই ব্যক্তিকে কত দেশের এজেন্ট বানাতে পারে। একজন নেতাকে নিয়ে কত গুজব রটাতে পারে। একই ব্যক্তির মূল্যায়ণ কত বিভিন্নভাবে হতে পারে। তা ধরা পড়েছে, গোলাম আযম সম্পর্কিত উপরোক্ত সংবাদ। শিরোনামগুলোতে। ১৯৭৮ সাল থেকে গোলাম আযমকে নিয়ে পত্রিকায় তুমুল ঝড় উঠেছে। এ ঝড় থামবার নয়। পত্রিকা চালু রাখতে গেলে গোলাম আযমের কথা অবশ্যই চাই। যেহেতু এ দেশে যখন গোলাম আযমই বড় সংবাদ! পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক পত্রিকায় গোলাম আযমের নাম চাই। গোলাম আযমের নামে পত্রিকা বিক্রি হয় বেশী। গোলাম আযমকে নিয়ে তারা ব্যবসা করে।

www.pathagar.com

কোন সংখ্যায় গোলাম আযমকে দেশের প্রেসিডেণ্ট করে আবার কোন সংখ্যায় তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে। পত্রিকার এ খেলা অনেক দিন থেকে চলছে।

পত্র-পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে গুজব-কথা লেখা সম্পর্কে 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকার ১৯৮০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় তাঁর সাংবাদিক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়ঃ গত কিছুদিন থেকে পত্র-পত্রিকায় আপনার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা প্রকাশিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

গোলাম আযম উত্তরে বলেনঃ "যাঁরা লিখছেন তাঁরা কোনপন্থী দেশের জনগণেরই তা বিচার্য। তাঁদের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা কতটুকু নিরাপদ সেটাও জনগণ দেখবে।

এ পর্যন্ত দু'টি সীরাত মাহফিলে বক্তৃতা করেছি। কেউ বলুক আমার কোন কথাটি আপত্তিকর হয়েছে, দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর হয়েছে প্রমাণ করুক। নারায়ণগঞ্জে তমুদ্দুন একাডেমী আয়োজিত সিরাত মাহফিলে বক্তৃতা দেয়ার পর থেকে যেভাবে আমার বিরুদ্ধে লেখালেখি হচ্ছে তাতে আমার এ বিশ্বাসই দৃঢ় হয়েছে যে, পত্র-পত্রিকায় যে মহল হৈ চৈ শুরু করে তাদের পরিচয়ই আমার সান্ত্বনার জন্য যথেষ্ট। রসূলুল্লাহর (সঃ) যে আদর্শকে এ দেশে আমি বাস্তবায়িত দেখতে চাই, তারা এর বিরোধী হওয়ার কারণেই আমার বিরোধীতা করছে। কিন্তু সেটাকে দোষ হিসাবে পেশ করার কোন উপায় নেই বলে আমাকে দেশবাসীর কাছে হেয় করার এই অপচেষ্টা চালাচ্ছে।"

সাংবাদিকরা আবার প্রশ্ন করেছিলো, 'পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আপনাকে যে সব হুমকি দেয়া হচ্ছে তাতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?"

গোলাম আযম বলেনঃ "দেশের আইন শৃংখলা অবস্থা এ থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়। দেশে একটা সরকার কায়েম আছে এবং আমি যে এ দেশে আছি সরকার তা জানে। দেশে আসার পর প্রায় দেড় বছর হতে যাচ্ছে নাগরিকত্বের জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন জানানো হয়েছে। এ অবস্থায় লিখিত আকারে, পত্রিকায় লিখে হত্যার হুমকি দেয়ার কোন নজীর আমার জানা নেই। যাঁরা আমাকে দেশ থেকে তাড়াবার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছেন তাঁরা যদি দেশপ্রেমের কারণেই এটা করে থাকেন তাহলে আমার কিছু বলার নেই। বর্তমানে দেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে একদল আরেক দলকে দেশদ্রোহী স্বাধীনতা বিরোধী ইত্যাদি অপবাদ দিচ্ছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে হামলা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

এটা আমাদের দেশের একটা রাজনৈতিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। আমিও এটাকে সে হিসেবেই গ্রহণ করেছি। এটা কোন ক্রমেই মঙ্গলজনক নয়। প্রতিপক্ষকে যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে মোকাবেলা করা দরকার।

নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার আন্দোলন

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় ১৯৮০ সালের ২২শে আগস্ট।

নাগরিকত্ব বহালের জন্য কমিটি জনসাধারণের কাছে তাঁর পরিচিতি উপস্থাপনা, নাগরিকত্ব বহালের দাবীতে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে প্রস্তাব গ্রহণ, মিছিল এবং পোস্টারের মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রক্রিয়া চালিয়েছেন। দেশের প্রতিটি জেলা ও মহকুমায়, "নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার সংগ্রাম কমিটি" গঠন করা হয়েছে।

১৯৮১ সালের ৬ই মার্চ নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার সংগ্রাম কমিটি দেশব্যাপী 'দাবী দিবস পালন করে। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য আহূত 'দাবী দিবস' উপলক্ষে নাগরিকত্ব পুনর্বহাল সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে বায়তুল মোকারম প্রাঙ্গণে আয়োজিত গণজমায়েতে নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

মাওলানা এ, কে, এম, ইউসুফ বলেন: অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের উদ্দেশ্যে আজ থেকে আন্দোলন শুরু হলো আর কোন আবেদন নিবেদন বা অনুরোধ নয়। নাগরিকত্ব হরণের বেআইনী আইন বাতিল না করা হলে জনতা সংগ্রামের মাধ্যমে তা আদায় করে নেবে।

তিনি বলেন, গোলাম আযম যদি কোন অপরাধ করে থাকেন তাহলে দেশের প্রচলিত আইনে তাঁর বিচার করা হোক। কিন্তু এভাবে একটা অন্যায় জারি রেখে তাঁকে দেশের খেদমত থেকে বঞ্চিত রাখা কিছুতেই সহ্য করা হবে না। মৌলিক অধিকার তথা জন্মগত অধিকার হরণ করা সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ। তিনি আরো বলেন, আজ যারা ভারতে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বরং সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করছেন এ ব্যাপারে।

মাওলানা ইউসুফ দুঃখ করে বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল না করায় মুসলিম জাহানে দেশের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে।

মতিউর রহমান নিজামী বলেন: সরকার নাগরিকত্ব বহালের আবেদনে সাড়া না দেয়ায় আমরা পথে নামতে বাধ্য হয়েছি। গোলাম আযম এদেশের সন্তান।

www.pathagar.com

তাঁর চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি বাংলাদেশে। তিনি মুসলিম জাহানের গৌরব। নাগরিকত্ব বহালের দাবী করে সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী ও সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেয়া হয়েছে। সরকার এসব ভ্রূক্ষেপই করেননি। নাগরিকত্ব হলো কি হলো না এ নিয়ে গোলাম আযম আর মাথা ঘামাবেন না। জিয়া সাহেবের কাছে আবেদন নিবেদন করতে যাবেন না। আমরা আজ প্রেসিডেন্টের কাছে স্মারকলিপি পেশ করতে যাচ্ছি। আমরা তাঁকে চিন্তা ও বিবেককে কাজে লাগাবার সুযোগ দিতে চাই। এতেও তাঁর চেতনা না হলে তিনি দেখবেন যে, গ্রাম বাংলায় মিছিলের ঢল নামবে এবং তাতে শুধু নাগরিকত্ব নয়, ইসলামী বিপ্লবও সফল হয়ে যাবে।

জমায়েত শেষে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল গুলিস্তান হয়ে বঙ্গভবনের দিকে অগ্রসর হলে বঙ্গভবনের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে রাস্তার মুখে পুলিশের বেষ্টনী মিছিলের গতি রোধ করে। নেতৃবৃন্দ মিছিলকারীদেরকে পুলিশের বেষ্টনি ভাঙ্গতে নিষেধ করলে তারা সেখানেই গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী করে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকেন।

এ সময় পুলিশ কর্মকর্তারা নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার সংগ্রাম কমিটির চারজন নেতাকে বঙ্গভবনে স্মারকলিপি পেশের জন্য এগিয়ে নিয়ে যান।

নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন।

১৯৮১ সালের ৬ই মার্চ অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহালের দাবীতে আহূত দাবী দিবস উপলক্ষে নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে মিছিল সহকারে বঙ্গভবনে যে স্মরকলিপি পেশ করা হয়, তাতে বলা হয়ঃ

মাননীয় প্রেসিডেন্ট,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার অবগতি এবং সুবিবেচনার জন্য জানানো হচ্ছে যে, অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক। ভাষা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ইসলামী আন্দোলনে অধ্যাপক গোলাম আযমের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অম্লান ও অক্ষয়।

১৯৭৩ সালের ২২শে এপ্রিল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত নোটিশে অধ্যাপক গোলাম আযমসহ ৩৭ জনের নাগরিক অধিকার বাতিলের ঘোষণা

www.pathagar.com

করা হয়। এ পর্যন্ত উল্লেখিত ৩৭ জনের মধ্যে যারাই আবেদন জানিয়েছেন একমাত্র গোলাম আযম ব্যতীত সকলের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, অধ্যাপক গোলাম আযম আবেদন জানানোর দীর্ঘ কয়েকটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত তাঁর নাগরিকত্বের প্রশ্নে সরকার নীরব। অবশ্য জাতীয় সংসদে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন, "অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের ব্যাপারটা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।" এ বক্তব্যের পর নয় মাস অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল করা হয়নি। মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আপনার বিবেচনার জন্য আরও উল্লেখ করতে চাই, ইতিমধ্যেই সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী, বিশিষ্ট সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ওলামা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সকল স্তরের জনগণ অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিক অধিকার বহাল করার জন্য দাবী জানিয়ে অসংখ্য বিবৃতি দিয়েছেন। দেশের সর্বত্র অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের বলিষ্ঠ আওয়াজ উঠেছে।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট, নাগরিকত্ব মানুষের মৌলিক অধিকার। আমরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি, অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের জাতীয় জীবনে গঠনমূলক এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন। তাছাড়াও নাগরিকত্ব তাঁর জন্মগত অধিকার, মৌলিক মানবিক অধিকার। আবেদন জানানোর পর দীর্ঘদিন তাঁকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা একটি সুস্পষ্ট জুলুম এবং অন্যায়। আমরা এই জুলুমের অবসান ঘটিয়ে অনতিবিলম্বে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিক অধিকার পুনর্বহালের জন্য আপনার নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি। পরিশেষে, মাননীয় প্রেসিডেন্টকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নটি এ দেশের কোটি কোটি তৌহিদী জনতার আবেগ-অনুভূতির সাথে জড়িত। মাননীয় প্রেসিডেন্ট, জনগণের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের ঘোষণা প্রদান করবেন এটাই আমরা আশা করি।"

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবীতে দেশের রাজনীতিবিদ, আলেম, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক ও সর্বস্তরের জনসাধারণ পত্রিকার মাধ্যমে

www.pathagar.com

বিবৃতি দিয়েছেন। তবুও জিয়া সরকারের শুভবুদ্ধি হয়নি। দেশবাসীর তরফ থেকে বিবৃতির যে ঢল নামে তার কিঞ্চিত এখানে তুলে ধরা হচ্ছে :

জাগদল নেতা খবিরের বিবৃতি, অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী।
—দৈনিক সংগ্রাম, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০।

কুমিল্লার ১৩৬ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী।
—দৈনিক সংগ্রাম, ১১ই মে, ১৯৮০।

কুমিল্লার ২০ জন ইমামের গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী।
—দৈনিক সংগ্রাম ১২ই মে, ১৯৮০।

ময়মনসিংহ জেলার ১২৯ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী।—দৈনিক সংগ্রাম, ১৯শে মে, ১৯৮০।

চৌমুহনী সাংবাদিক সমিতি ও প্রেসক্লাবের বিবৃতিতে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার দাবী।—দৈনিক সংগ্রাম, ২২শে মে, ১৯৮০।

রাজশাহী শহরের ৪৩ জন বিশিষ্ট আলেম ও গণ্যমান্য ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন।—দৈনিক সংগ্রাম, ২৪শে মে, ১৯৮০।

প্রাইভেট শিক্ষক কল্যাণ সমিতির ১২৫ জন সদস্যের গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী।—দৈনিক সংগ্রাম, ২৬শে মে, ১৯৮০।

কুষ্টিয়ার ৫২ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী।
—দৈনিক সংগ্রাম, ৩০শে মে, ১৯৮০।

রাজশাহীর ৬৮ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী।
—দৈনিক সংগ্রাম, ৩১শে মে, ১৯৮০।

২৭ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী।
—দৈনিক সংগ্রাম, ২রা জুন, ১৯৮০।

চাঁদপুরের ৩২ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী
—দৈনিক সংগ্রাম, ৩রা জুন, ১৯৮০।

—১০২ জন বিশিষ্ট নাগরিকের গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী।
—দৈনিক সংগ্রাম, ৭ই জুন, ১৯৮০।

জিঞ্জিরার ৬৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী।
—দৈনিক সংগ্রাম, ১২ই জুন, ১৯৮০।

www.pathagar.com

ভোলার ২৬ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ই জুন, ১৯৮০।

লণ্ডনে প্রবাসী বাঙালীদের গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ২৪শে জুন, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দাবী।—দৈনিক সংগ্রাম, ২৬শে জুন, ১৯৮০।

ঢাকার ৭৭৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ২৭শে জুন, ১৯৮০।

৩৪৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ১লা জুলাই, ১৯৮০।

সুপ্রীম কোর্টের ১১৫ জন আইনজীবীর বিবৃতি: গোলাম আযমের নাগরিকত্ব না দেয়া আইনের শাসন বিরোধী।—দৈনিক সংগ্রাম, ২রা জুলাই, ১৯৮০।

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য ১০৬ জন বিশিষ্ট সাংবাদিকের দাবী।—দৈনিক সংগ্রাম, ৪ঠা জুলাই, ১৯৮০।

শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ৫ই জুলাই, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্বের দাবীতে ১৯১ জনের বিবৃতি। —দৈনিক সংগ্রাম, ৬ই জুলাই, ১৯৮০।

৩৪৫ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ৯ই জুলাই, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্বের দাবীতে ৭শ' ৮৮ জন আলেম। —দৈনিক সংগ্রাম, ২৮শে জুলাই, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্বের দাবীতে ৭০২ জনের বিবৃতি। —দৈনিক সংগ্রাম, ১০ই জুলাই, ১৯৮০।

৩৬০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ই জুলাই, ১৯৮০।

২৭৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ই জুলাই, ১৯৮০।

১৬৮৩ জনের বিবৃতিতে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ২৬শে জুলাই ১৯৮০।

www.pathagar.com

১৬৯ জন ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ২৭শে জুলাই, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবীতে ১০৪ ব্যক্তির বিবৃতি। —দৈনিক সংগ্রাম, ২৯শে জুলাই, ১৯৮০।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ জন শিক্ষকসহ শতাধিক ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগারিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ৩০শে জুলাই, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেবার দাবীতে দেশের বিভিন্ন স্থানের প্রায় সাড়ে ৭শ' সুধীর বিবৃতি। —দৈনিক সংগ্রাম, ১২ই আগস্ট, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ২০ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের আহ্বান।—দৈনিক সংগ্রাম, ২৮শে আগস্ট, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য বিভিন্ন স্থানের ৫ শতাধিক সুধীর দাবী।—দৈনিক সংগ্রাম, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

বিভিন্ন স্থানের ৬৪৩ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন জেলার ৪৪৬ জন সুধীর জোর দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

কুষ্টিয়ার ৯২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

বিভিন্ন স্থানের ১৩৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী।—দৈনিক সংগ্রাম, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

৩২৫ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

১০৪৪ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

২১১ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

১৫৩ জন সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

৬৬ জন বিশিষ্ট সুধীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

www.pathagar.com

৩৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

মগবাজারের ৬০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী।—দৈনিক সংগ্রাম, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

নারায়ণগঞ্জের ৩৫ জন আইনজীবীর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী।—দৈনিক সংগ্রাম, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

রংপুর ও ফেনীর ২১৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী।—দৈনিক সংগ্রাম, ১লা অক্টোবর, ১৯৮০।

৪১৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ৩রা অক্টোবর, ১৯৮০।

২৫৪ ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ৭ই অক্টোবর, ১৯৮০।

হালুয়াঘাটের ১৮১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী।—দৈনিক সংগ্রাম, ৯ই অক্টোবর, ১৯৮০।

কক্সবাজারের ১৫৪ ব্যক্তির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ১০ই অক্টোবর, ১৯৮০।

দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও-এর ৪৪০ জন, ছাতইলের ৫৪ জন, সেতাবগঞ্জের ৫১ জন, দিনাজপুর শহরের ৫২ জন, হাকিমপুরের ৬৭ জন, মুন্সীপাড়ার ৩২ জন এবং দিনাজপুর শহরের ৩১ জন মহিলাসহ সর্বস্তরের ৭২৭ জন বিশিষ্ট-ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে এক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন।—দৈনিক সংগ্রাম, ১২ই নভেম্বর, ১৯৮০।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী, ময়মনসিংহের খাগড়হর ইউনিয়নের ৭৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতি।—দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৮০।

বাংলাদেশ ইসলামী যুব পরিষদের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীর বিবৃতি: গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৮০।

নওগাঁর ২১৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতি: গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৮০।

রংপুরের ৪১৪৪ ব্যক্তির বিবৃতি, গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৮০।

নোয়াখালী জেলার রামগতি থানার ৮৩ ব্যক্তির বিবৃতি, গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৮০।

www.pathagar.com

খুলনায় রূপসা আঞ্চলিক শ্রমিক কল্যাণের সভা : গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮০।

শহীদ দিবসে লণ্ডনে আলোচনা সভা : গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার দাবী। —দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ই মার্চ, ১৯৮১।

পত্র-পত্রিকা এবং রাজনৈতিক অঙ্গন পেরিয়ে অবশেষে গোলাম আযম প্রসঙ্গটি জাতীয় সংসদেও উত্থাপিত হয়েছে। সংসদে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (ন্যাপ)। ১৯৮০ সালের ২৭শে মে সংসদের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উত্তরের সংলাপগুলি ছিল নিম্নরূপ :

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (কুমিল্লা—৯) :

"মাননীয় মন্ত্রী সাহেব জবাব দিবেন কি, ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও সর্বজনবিদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী, বাংলাদেশ বিরোধী, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত, বাংলাদেশ-পাকিস্তান কনফেডারেশন প্রয়াসী এমন একজন ব্যক্তিকে জেনে শুনে সুদীর্ঘ দেড় বৎসর যাবত দেশে থাকতে দেওয়ার কারণ কি ?"

জনাব স্পীকার : "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহেব, আপনার কাছে প্রশ্নটা এই দাঁড়াবে যে ১০-১২-৭৮ তারিখের পর কেন তাঁকে থাকতে দেওয়া হল। আপনি তো গোলাম আযমের কথা বলেছেন আগে। কেন থাকতে দেওয়া হল এটাই উনি জানতে চাচ্ছেন।"

জনাব এ, এস, এম মোস্তাফিজুর রহমান (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) : "যারা বাহিরে থেকে আসার পর এদেশের নাগরিকত্ব চায় তারা তাদের পাসপোর্ট জমা দিয়ে Apply করে। Apply করার পর থেকে যতদিন পর্যন্ত না এর কোন decision হয়, ততদিন পর্যন্ত তাদের ভিসা না দিয়ে এইভাবে রাখা হয়। যদি তাদের citizenship দেওয়া হয় তাহলে তাদের বলে দেওয়া হয়, আর যদি না দেওয়া হয় তাহলে তাদের বের করে দেওয়া হয়।"

জনাব মহিউদ্দীন আহমদ (বাখেরগঞ্জ—১৭) : "প্রফেসার গোলাম আযম এতদিন পর্যন্ত কোথায় ছিলেন এবং কি কারণে ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিবেন কি ?"

জনাব স্পীকার : "মিষ্টার মহিউদ্দীন আপনার প্রশ্নটা আবার স্পষ্ট করে বলুন।"

জনাব মহিউদ্দীন আহমদ (বাখেরগঞ্জ—১৭) : "মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, উনি এতদিন পর্যন্ত কোথায় ছিলেন এবং কোন দেশের পাসপোর্ট ছিল, এবং কোথায় থেকে এখানে এসেছেন এবং কি কারণে এসেছেন ?"

জনাব স্পীকার : "সম্পূরক তো এতগুলি হয় না। এতগুলি প্রশ্ন না করে একটা প্রশ্ন করুন।

জনাব মহিউদ্দীন আহমদ (বাখেরগঞ্জ—১৭) : "তিনি কোন দেশ থেকে এসেছেন এবং কেন সেখানে গিয়েছিলেন ?

www.pathagar.com

জনাব স্পীকার: "দুইটা প্রশ্ন হয়ে গেল।"

জনাব মহিউদ্দীন আহমদ (বাখেরগঞ্জ—১৭): "দুইটা প্রশ্নও করতে দিবেন না আমাকে?"

জনাব স্পীকার: "আপনি বুঝছেন না কেন? এটা তো সম্পূরক প্রশ্ন।"

জনাব এ, এস, এম মোস্তাফিজুর রহমান (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী): "তাঁর কাছে যে পাসপোর্ট আছে এবং যেটা আমাদের কাছে জমা দিয়েছেন সেটা ছিল পাকিস্তানী পাসপোর্ট এবং তিনি লণ্ডন থেকে এখানে এসেছেন।"

জনাব এ, কে, এম রফিকউল্লা চৌধুরী (চট্টগ্রাম—৩):

"জনাব স্পীকার, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, কোন নাগরিকের যদি জন্মগত অধিকারে নাগরিকত্ব থাকে, সেই নাগরিকত্ব কেউ হরণ করতে পারে কিনা?"

জনাব এ, এস, এম মোস্তাফিজুর রহমান (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী): "উনার প্রশ্নটা যদি আর একবার করেন ভাল হয়।"

জনাব এ, কে, এম রফিকউল্লা চৌধুরী (চট্টগ্রাম—৩): "জন্মগত অধিকারে যারা নাগরিকত্ব পায় তাদের নাগরিকত্ব হরণ করার কোন অধিকার কারো আছে কিনা?"

জনাব স্পীকার: "এটা সম্পূরক হলো নাকি?"

জনাব মো: আবদুল বারী সরদার (পাবনা—১১): "জনাব স্পীকার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে, আফগান স্টাইলে বিপ্লব করার কথা ঘোষণা করার পর সেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মত কাজের পর্যায়ে পড়ে কিনা?"

জনাব স্পীকার: "প্রশ্নের উত্তর দিন আপনি।"

জনাব এ, এস, এম মোস্তাফিজুর রহমান (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী): "এ ব্যাপারে খবরের কাগজ দেখলে বুঝতে পারতেন যে case ধার্য করা হয়েছে। কারণ এটা....।"

জনাব স্পীকার: "বলুন মাননীয় মন্ত্রী।"

জনাব মো: আনিসুজ্জামান খোকন (ময়মনসিংহ—১৯): "স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালের এই বিশিষ্ট জঘণ্য দালাল প্রফেসর গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আমাদের সরকারের আছে কি না, মাননীয় স্বরাষ্টমন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাচ্ছি।"

জনাব স্পীকার: "আপনি যে ভাষা ব্যবহার করলেন সে ভাষা এখানে চলবে না।"

(এই পর্যায়ে শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করেন)

জনাব স্পীকার: "মিঃ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, বসুন। আপনার যেমন অধিকার আছে, অন্যেরও সেই রকম অধিকার আছে। উনি একটা প্রশ্ন করেছেন, মাননীয় মন্ত্রীর কি বলার আছে শুনুন। তার পরে আপনি বলবেন।"

www.pathagar.com

"মিষ্টার আনিসুজ্জামান প্রশ্নটা দেখুন কি আছে। সেইভাবে আপনার সম্পূরক প্রশ্নটা formulate হয় নাই। আর যে ভাষায় বললেন, কোন দরকার ছিল না।"

জনাব আবদুল বারী সরদার (পাবনা—১১): "আমি জানতে চাই প্রফেসর গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের সরকারের আছে কি না?

জনাব এ, এস, এম মোস্তাফিজুর রহমান (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী): "সেটা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।"

বেগম সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ (খুলনা—১৪): "মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি, প্রফেসর গোলাম আযম জন্মগতভাবে বাংগালী কিনা?"

জনাব এ, এস, এম মোস্তাফিজুর রহমান (স্বরাষ্টমন্ত্রী): "প্রফেসার গোলাম আযম বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাক স্বাধীনতাকালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি এই দেশে ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে তিনি এই দেশ ত্যাগ করেন।"

শেষ কথা

এইভাবে নানা টাল-বাহানার মধ্যে দিয়ে জিয়াউর রহমানের যুগ শেষ হয়েছে। শেষ হয়েছে প্রেসিডেন্ট সাত্তার সাহেবের যুগ। এরশাদ সরকার ক্ষমতায় এসে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সংলাপ করেছেন। দেশের ও রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে কয়েক মাস আলোচনা হয়েছে। আগের সরকারের মত প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এরশাদ সাহেবও জামায়াতে ইসলামী দলের সাথে সংলাপে ওয়াদা করেছেন, গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

আবার সেই পুরনো সুর। আশ্বাস ও বিবেচনার শেষ কবে হবে? জনগণ আর কতযুগ ধরে অপেক্ষা করবে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রশ্ন নিয়ে। ভাবতেও অবাক লাগে গোলাম আযমকে নিয়ে সরকারের এত ভয় কিসের। দেশের একজন রাজনৈতিক নেতাকে এত হয়রানি করে সরকার কি তার ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করে রাখতে চান? তা হয় না। কোন সরকারই তা পারে না। দেশের মানুষের উপর এত বড় জুলুম অবিচার মানবতার উপর চরম আঘাত। গোলাম আযম দেশের কোন ক্ষতি করেনি। তিনি সরকারের আইন মেনে চলেন। বাংলাদেশকে স্বীকার করেন। রাষ্ট্রবিরোধী কোন কাজে তিনি জড়িত নন। তারপরও তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। সরকার তাঁর সম্পর্কে নীরব থেকে ভুলিয়ে রাখতে চান জনগণকে। কিন্তু আর কতকাল?

———

www.pathagar.com